Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/246
PRESENTED
2/2672
MB 1·3

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

মনোনীত সেন

11/246
LIBRARY
No. 20/283
Shri Shri ... yee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
৩৩/২৪২

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

মনোনীত সেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশকাল : বৈশাখ, ১৩৭৮

প্রকাশক : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : শ্যামলী ঘোষ
সুকল্যাণী প্রেস
১৫বি, বিনোদ সাহা লেন, কলিকাতা-৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৩/২৪৩

PRESENTED

উৎসর্গ

পরমারাধ্য স্বর্গত পিতৃদেব বলরাম সেন মহাশয়ের শ্রীচরণে ভক্তি অর্ঘ্য

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

... Ashram

নিবেদন

গত ১৩৭৪ ও ১৩৭৫ সনে প্রতাপচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে দুইটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভা দুইটিতে নিমন্ত্রিত কলিকাতা ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা সংশিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। কিন্তু যে মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার্থে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব তাঁহার সম্বন্ধে কেহই বিশেষ কিছু বলেন নাই। এই অভাব পূরণের জন্যই স্বনামধন্য স্বর্গত শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। আশা করি আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস বিফল হইবে না।

পাঠকদিগের অবগতির জন্য উল্লেখ করা আবশ্যক যে নববিধান ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকেই জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করিতেন তাঁহাদের নামের আগে 'শ্রদ্ধেয় ভাই' এই অভিধাটি যুক্ত হইত।

নববিধান ট্রাস্ট-এর সভাপতি শ্রীসতীকুমার চ্যাটার্জী মহাশয়ের বদান্যতায় শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের আলেখ্যটি সন্নিবেশিত করা সম্ভব হইল। এজন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৭৮
মধুসূদন আশ্রম
গরিফা, ২৪ পরগণা

নিবেদক
মনোনীত সেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন চিরস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।

হেমচন্দ্র

Think truly, and thy thoughts
Shall the world's famine feed ;
Speak truly, and each word of thine
Shall be a fruitful seed ;
Live truly, and thy life shall be
A great and noble creed.

Bonar

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
LIBRARY
No. ....
22/283

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

জন্ম : ১৬ আশ্বিন ১২৪৭ সাল ; ২ অক্টোবর, ১৮৪০ খৃঃ

স্বর্গারোহন : ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সাল ; ২৭ মে, ১৯০৫ খৃঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১

কলিকাতা মহানগরীর ছাব্বিশ মাইল উত্তরে এবং ভাগীরথীর পূর্বকূলে গরিফা একটি ছোট গ্রাম। ইহারই ঠিক অপর পারে হুগলী সহর, প্রাতঃস্মরণীয় হাজি মহম্মদ মহসীনের লীলাভূমি। আজ হইতে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বের কথা। তখন এতদঞ্চলে রেল, কলকারখানা প্রভৃতি ছিল না এবং এখানে গ্রামের স্থায়ী অধিবাসী ভিন্ন বাহিরের লোকদের বসবাসও ছিল না। তখন নৌকাযোগে কলিকাতা বা অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। এখন ইস্টার্ন রেলওয়ে-র শিয়ালদহ হইতে নৈহাটি স্টেশনে নামিয়া বাস্ বা রিক্সাতে গরিফায় আসা যায়। অথবা নৈহাটিতে ট্রেন বদল করিয়া নৈহাটি-ব্যাণ্ডেল শাখা লাইনে গরিফা স্টেশন হইয়াও আসা যায়। তখন গ্রামবাসীদের সংখ্যা দুই তিন হাজারের বেশী ছিল না। রেল ও কলকারখানা হইবার পর শ্রমজীবী হইয়া বিভিন্ন প্রদেশের লোকরা বসবাস করাতে গ্রামের লোকসংখ্যা ৫।৬ গুণ বাড়িয়া যায়। আবার সাম্প্রতিক কালে দেশ বিভক্ত হইবার পর উদ্বাস্তুদের আবির্ভাবে গ্রামের লোকসংখ্যা আরও কত গুণ যে বাড়িয়াছে তাহা ঠিক বলা যায় না! ফলে যে সব পুরানো স্মৃতিবিজড়িত পরিত্যক্ত বড় বড় বাড়ী ও বাগান ছিল তাহাদের স্থানে নানা রকমের কত বাড়ীই না হইয়াছে, এমন কি চাষ-আবাদের জমিও নিস্তার পায় নাই। পূর্বেকার গরিফা ও এখনকার গরিফায় তাই আকাশপাতাল প্রভেদ। বেশী দিনের কথা নয়, ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে যে সব জমির দর ছিল চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা কাঠা এখন তাহার দর হইয়াছে কাঠা প্রতি দুই হাজার, আড়াই হাজার টাকা। জলের কল, বিজলী, পিচের রাস্তা, সিনেমা, বড় বড় দোকানপাট, ছেলেমেয়েদের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রথম শ্রেণীর মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি হওয়াতে গরিফা এখন পূর্বেকার মত ছোট গ্রাম নয়, বরং ইহাকে সহর বা সহরতলী বলিতে হয়।

যাক্, এখন আবার সেই পুরানো দিনগুলির কথায় ফিরিয়া যাই।

পারসী ভাষায় গরিফা শব্দের অর্থ সমৃদ্ধিশালী। বিদ্যা, অর্থ ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সুসন্তানের জন্মভূমি রূপে 'গরিফা' এই নামটি অবশ্যই অসার্থক হয় নাই। এই গ্রামের সন্তান, ভ্রাতৃযুগল গোবিন্দলাল সেন ও মধুসূদন সেন হাবিলিসহর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরগণার জমিদার ছিলেন এবং তৎকালে তাঁহাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। গোকুলচন্দ্র সেনের পুত্র খ্যাতনামা রামকমল সেনেরও জন্মস্থান এই গ্রামে। মড়ীপোড়া পুকুরের উত্তরে এই পরিবারের প্রকাণ্ড বাড়ী ও বাগান ছিল, এখন উহার কোনো চিহ্ন নাই এবং বর্তমানে এই সমস্ত জমি একাধিক পরিবার ভোগদখল করিতেছেন। রামকমলের বাল্যে তাঁহার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। এজন্য অভাবের তাড়নায় পাঠ সাঙ্গ হইবার পূর্বেই রামকমল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে ১৭ বৎসর বয়সে মাসিক আট টাকা বেতনে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি-র ছাপাখানায় অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্পোজিটার-এর চাকুরি গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মেধা, অধ্যবসায় ও শিখিবার ইচ্ছা দেখিয়া রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এইচ. এইচ. উইলসন সাহেব খুব সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে কেরানীর পদে উন্নীত করেন। তাঁহারই সহানুভূতিতে রামকমল ক্রমে ক্রমে সোসাইটি-র একজন সভ্য ও দেশীয় সম্পাদক মনোনীত হন। এই নবলব্ধ পদ কলিকাতার স্বদেশী ও বিদেশী উভয় শ্রেণীর পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তাঁহার নানা বিষয় আলাপ-আলোচনা করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয় এবং ইহার সুযোগ লইয়া তিনি স্বীয় অধ্যবসায়বলে ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃতে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ইংরাজী হইতে বাংলায় একটি প্রকাণ্ড অভিধান রচনা করেন। এই অভিধান দেখিয়া শ্রীরামপুরের পাদ্রি ডক্টর মার্শম্যান 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, "This dictionary is the fullest, most valuable work of its kind which we possess, and will be the most lasting monument of Ram Kamal Sen's industry, zeal and erudition. It is perhaps the work by which his name will be recognised by posterity." পরে তিনি কলিকাতা টাঁকশালের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং শেষকালে মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক-এর দেওয়ানের চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার কলুটোলায় সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া সাধারণত সেখানেই সপরিবারে বাস করিতেন ও পালপার্বণে গরিফায় আসিতেন। গরিফার শ্রীরামকৃষ্ণ মজুমদার (কচি) বলেন, তাঁহার ঠাকুরমা (কেশবচন্দ্রের নিকট-সম্পর্কের ভগ্নী) গল্প করিতেন যে, তিনি বালক কেশবকে তাঁহাদের গরিফা ভবনের প্রকাণ্ড নাচঘরে কীর্তনের সময় সোনার নূপুর পায়ে নৃত্য করিতে দেখিয়াছেন। রামকমলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যশোরাশি বাংলা দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি একটি শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

রামকমল অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এই গুণের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি জেনারেল কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর সভ্য নির্বাচিত হন। তখন খুব উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ভিন্ন অপর কেহ এই সম্মানে সম্মানিত হইতেন না। তিনি জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকেই জ্ঞানার্জনের জন্য স্বীয় সাধ্যমত সাহায্য করিয়া উৎসাহ দিতেন। ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী ছেলেদের সুশিক্ষার জন্য ডবটন কলেজ (Doveton College) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের কর্তৃপক্ষ রামকমল সেনের সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া বঞ্চিত হন নাই। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বালক-বালিকাদের পড়িবার উপযুক্ত বই প্রকাশের জন্য স্কুল বুক সোসাইটি এবং ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। তিনি এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ইহাদের উন্নতিকল্পে তাঁহার দান অবিস্মরণীয়। শিক্ষা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও তিনি অন্যান্য বহু সমাজহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজীতে যাহাকে এলীট (elite) বলে, তিনি তদানীন্তন কলিকাতার সেরূপ একজন অন্যতম এলীট (elite) ছিলেন। সেকালে জনহিতকর কাজে তাঁহার সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, রামকমল সেন রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন এবং যদিও ব্যক্তিগত ধর্মজীবনে রামমোহন ছিলেন একজন গোঁড়া বৈষ্ণব, স্বপাকে একাহারী ও নিরামিষাশী তথাপি রাজা রামমোহনের ধর্ম ভিন্ন অন্যান্য সর্বপ্রকার সমাজহিতৈষণার কাজে তিনি রামমোহনের পূর্ণ সহযোগিতা করিতেন।

রামকমল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন সেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহকর্মী রূপে খ্রীষ্টান পাদ্রিদের হিন্দুধর্ম ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ১৭৬৭ শকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্ণগোচর হয় যে খ্রীষ্টান পাদ্রিরা, বিশেষ করিয়া ডফ্ সাহেব, অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্তঃপুরের মহিলাদের পর্যন্ত খ্রীষ্টান করিতেছেন। এই সংবাদে মহর্ষি অত্যন্ত বিচলিত হন এবং অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে পাদ্রিদের ঐরূপ অসদাচরণের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করেন। ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া যাহাতে খ্রীষ্টানদিগের বিদ্যালয়ে আর ছেলে পড়িতে না পারে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহাতে পাদ্রিরা আর খ্রীষ্টান করিতে না পারে তাহার জন্য মহর্ষি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ১৩ই জ্যৈষ্ঠ এক মহতী সভা আহ্বান করেন। এই সভা হইতে হিন্দু-হিতার্থী নামে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং তাহার কর্ম সম্পাদনের জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব তাহার সভাপতি হন। মহর্ষি ও হরিমোহন সেন ইহার যুগ্ম সম্পাদক হন। এই বিদ্যালয়ে পাদ্রিদের বিদ্যালয়ের মতন বিনা বেতনে ছেলেদের পড়িবার ব্যবস্থা হয়। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়।[১]

হরিমোহন সেন জীবিকার্জনের জন্য জয়পুরে গমন করেন এবং অনতিবিলম্বে তিনি নিজ কর্মনৈপুণ্যে জয়পুর রাজসরকারের একজন উচ্চপদস্থ ও বিশ্বস্ত কর্মচারীর পদে উন্নীত হন। তাঁহার কর্মকুশলতায় জয়পুরের মহারাজা রামসিংহ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ক্রমশ তিনি তাঁহার বিশিষ্ট প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। পরোক্ষভাবে তিনিই মহারাজা রামসিংহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সূত্রে তাঁহার পরিবারবর্গের অনেকে জয়পুরে বাড়ীঘর করিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছেন।

রামকমল সেনের দ্বিতীয়পুত্র প্যারীমোহন সেনের মধ্যমপুত্র বিশ্ববিশ্রুত বাগ্মি-প্রবর, ধর্ম ও সমাজসংস্কারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

রামকমল সেনের নিকট-আত্মীয় গরিফা গ্রামবাসী মাধবচন্দ্র সেন পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক-এর দেওয়ান হন। গাড়ুলি পুকুরের উত্তরে ইহাদের বাড়ীর অবশিষ্টাংশ এবং বাগান এখন মাখনলাল মুখার্জী, শিবচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের বিধিমতে অধিকারভুক্ত। তাঁহার পৌত্র, অধ্যাপক জয়কৃষ্ণ সেনের পুত্র স্বনামধন্য অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন। মোহিতচন্দ্রের পত্নী সুশীলা দেবী রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নী এবং এই গ্রামের সন্তান রেলওয়ে-র উচ্চপদস্থ কর্মচারী রায় বাহাদুর অজয়কুমার গুপ্ত ইহার জ্যেষ্ঠ জামাতা। মোহিতচন্দ্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। অনেকটা বিষয়বস্তু বা ভাবের বিবর্তনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া মোহিতচন্দ্র প্রথম রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থাবলী সঙ্কলন ও সম্পাদনা করেন। ইনি কিছুদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব লইয়াছিলেন।

১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "উপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব) মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমার বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কিছুকাল ইহাকে তিনি চালনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আমার কাব্যগ্রন্থাবলী বিস্তর পরিশ্রমে Edit করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে বিষয়ভেদ অনুসারে আমার সমস্ত কবিতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।"[২] এক সময় যখন অর্থাভাবে শান্তিনিকেতনের মুমূর্ষু অবস্থা ঠিক তখন অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে মোহিতচন্দ্র স্বীয় শ্রম ও অর্থদানে শান্তিনিকেতনের প্রাণ সঞ্চারের সহায়তা করেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "মাঝখানে অতি অল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন আমার এক আত্মোৎসর্গপরায়ণ বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেখানকার খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষার এমন নিম্নস্তরে লোকখ্যাতির দিক থেকে যা তাঁর যোগ্য ছিল না। কিন্তু তাতেই তিনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন। কারণ শিক্ষকতা ছিল তাঁর স্বভাবসঙ্গত। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়ে শিক্ষাব্রত অকালে সমাপ্ত হয়ে গেল। তাঁর অকৃপণতা ছিল আর্থিক দিকে এবং পারমার্থিক দিকে। প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেদিন তিনি আশ্রমের আদর্শের সম্বন্ধে যে সম্মান প্রকাশ করেছিলেন আমার আনন্দের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। অবশেষে বিদায় নেবার সময়ে তিনি বললেন, যদি আমি আপনার এখানকার কাজে যোগদান করতে পারতুম তবে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতুম, কিন্তু সম্প্রতি তা সম্ভব না হওয়াতে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে গেলুম। এই বলে আমার হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে গেলেন। পরে খুলে দেখলুম হাজার টাকার একখানি নোট। পরীক্ষকরূপে যা পেয়েছিলেন সমস্তই তিনি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে দান করে গেলেন। কিন্তু কেবল সেই একদিনের দান নয়, তারপর থেকে প্রতিদিন তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য একান্ত অনুপযুক্ত বেতন রূপে।.........

"বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম ও শেষ সহানুভূতি।"......

"মোহিতবাবু অনেকদিন এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলেন এবং

২। রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কী প্রয়োজন তার সন্ধান নিতেন। তিনি অনুমতি চাইলেন এই বিদ্যালয়ের বিষয়ে কিছু কাগজে লেখেন। আমি তাতে আপত্তি জানাই। বললেম, 'গুটিকতক ছেলে নিয়ে গাছপালার মধ্যে বসেছি, কোনো বড়ো ঘরবাড়ি নেই, বাইরের দৃশ্য দীন, সর্বসাধারণ একে ভুল বুঝবে।"[৩]

অজিত চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, কেশবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ভাই প্রমথলাল সেন, অধ্যাপক মোহিত সেন, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রমুখের আন্তরিক চেষ্টায় ইংলণ্ডে পণ্ডিতসমাজে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির সমাদর পাইবার পথ পূর্বেই সুগম করা হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইংরেজি লিখিনি, ইংরেজি যে ভাল করে জানি তা ধারণা ছিল না। মাতৃভাষাই তখন আমার সম্বল ছিল। যখন ইংরেজি চিঠি লিখতাম তখন অজিত বা আর কাউকে দিয়ে লিখিয়েছি। আমি তেরো বছর পর্য্যন্ত ইস্কুলে পড়েছি, তারপর থেকে পলাতক ছাত্র। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় যখন আমি আমার লেখার অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলাম তখন গীতাঞ্জলির গানে আমার মনে ভাবের একটা উদ্বোধন হয়েছিল বলে সেই গানগুলিই অনুবাদ করলাম। সেই তর্জমার বই আমার পশ্চিম মহাদেশযাত্রার যথার্থ পাথেয় স্বরূপ হল। দৈবক্রমে আমার দেশের বাইরেকার পৃথিবীতে আমার স্থান হল; ইচ্ছা করে নয়। এই সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।"[৪]

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পরবর্তী যুগের বিহারীলাল গুপ্ত আই.সি.এস.; লাহোরের ইংরাজী দৈনিক 'ট্রিবিউন-এর' সম্পাদক অমৃতলাল রায়; সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর জামাতা ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বৈবাহিক, লেফটেনেণ্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখার্জী আই. এম্. এস্.; অধুনালুপ্ত 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া-র' ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্যার উষানাথ সেন; পাটনা হাই কোর্ট-এর জজ ডক্টর পি. কে. সেন, ব্যারিস্টার, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়—ইহারা প্রত্যেকেই এই গ্রামের সন্তান। এই সব ছাড়াও কত যে গরিফা গ্রামবাসী সরকারী দপ্তরের বিভিন্ন শাখায় উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। অবশ্য ইহাদের মধ্যে এখন কেহই

৩। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৭৩৩, ৭৯৩।

৪। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৭৫৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রামের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন না। নিজ নিজ কর্মস্থলে অথবা কলিকাতায় ইঁহারা বাড়ী করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গরিফা গ্রাম বর্তমানে যাহাই হ'ক না, অতীতে শিক্ষাদীক্ষায়, বৈভবে, গৌরবে, সঙ্গতিতে, সংস্কৃতিতে সত্যই সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং একারণে পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশিষ্ট স্থান বলিয়া গণ্য হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গরিফা গ্রামে রায়বংশের বাড়ীর ঠিক উত্তরে অথবা বর্তমান প্রতাপচন্দ্র স্মৃতিমন্দিরের পূর্বদিকে রাস্তার অপর পারে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী (এখন ভূমিসাৎ), সংলগ্ন বাগান ও পুষ্করিণী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বাড়ীর কর্তা ছিলেন তারাচাঁদ মজুমদার। তিনি বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন এবং গ্রামবাসীরা তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিত। কলিকাতার কলুটোলাতেও রামকমল সেনের বাড়ীর প্রায় সংলগ্ন তাঁহাদের একটি বাড়ী ছিল এবং এই বাড়ীতে তারাচাঁদ মজুমদার মহাশয়ের পরিবারের অনেকে বাস করিতেন। দেওয়ান রামকমল সেনের ভাইঝির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম গিরিশচন্দ্র মজুমদার। ইনি কিছুকাল হুগলী কলেজ-এ শিক্ষকতা করিয়া পরে কলিকাতায় ব্যাঙ্ক-এর পদস্থ কেরানীর কাজ করেন। গিরিশচন্দ্রের দুই পুত্র ও দুই কন্যা, প্রতাপচন্দ্র তাঁহার প্রথম সন্তান। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর প্রতাপচন্দ্রের জন্ম হয় হুগলী ও ত্রিবেণীর প্রায় মধ্যবর্তী বাঁশবেড়িয়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে।

এই মজুমদার বাড়ীতে একটি পাঠশালা বসিত। বাড়ীর সরকার মহাশয় দুপুর বেলা অবসর সময়ে ছেলেদের পড়াইতেন। পাড়া-প্রতিবেশীদের ছেলেরা পাততাড়ি লইয়া এখানে আসিয়া পড়িত। প্রতাপচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ এই পাঠশালাতেই। পাঠশালার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া হুগলী কলেজ-এ প্রায় এক বৎসর পড়িবার পর তাঁহারা সকলে গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতার কলুটোলার বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় নয় বৎসর। এই সময় তাঁহার পিতা বত্রিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমে হেয়ার স্কুল এবং কিছুদিন পরে হিন্দু কলেজ-এ থার্ড জুনিয়র ক্লাস-এ ভর্তি হন। প্রারম্ভে তিনি লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিলেন এবং প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ডবল প্রমোশন পান এবং জুনিয়র ফার্স্ট ক্লাস-এ পড়িতে থাকেন। ছয় মাস পরে আর একটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করাতে তাঁহাকে সিনিয়র স্তরে তুলিয়া দেওয়া হয়। এই শেষোক্ত উচ্চতর শ্রেণীতে দ্রুত উন্নয়ন প্রতাপচন্দ্রের পক্ষে কল্যাণকর হয় নাই। একে তাঁহার বয়স যেমন অতি অল্প তেমনি সিনিয়র-এ পড়িবার মতন তখন যোগ্যতাও ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না ; কারণ সিনিয়র পড়িতে হইলে পূর্ব হইতে যেরূপ প্রাথমিক জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা অর্জন করিবার সুযোগসুবিধা তিনি পান নাই। ফলে পরবর্তী পরীক্ষা-সমূহে তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সি কলেজ-এ কোন প্রকারে ভর্তি হন। এই কলেজ-এ দুই বৎসর পড়িবার পর তাঁহার স্কুল-কলেজ-এ শিক্ষার যবনিকাপাত হয়।

কলেজ ছাড়িবার পর তিনি অল্পদিনের জন্য ব্যাঙ্ক-এ কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণে যখন আবেগ আসিত তখন তিনি নিজেকে সামলাইতে পারিতেন না, এবং ব্যাঙ্ক-এ বসিয়াই ভগবৎসকাশে প্রার্থনা ও মনোবেদনা লিখিয়া জানাইতেন। একদিন ব্যাঙ্ক-এর সাহেব ইহা দেখিয়া ফেলেন এবং এইরূপে ব্যাঙ্ক-এর অমূল্য সময় নষ্ট করা হইতেছে বলিয়া প্রতাপবাবুকে তিরস্কার করেন। এই ঘটনার পরই প্রতাপবাবু ব্যাঙ্ক-এর চাকরি ছাড়িয়া দেন।

প্রতাপচন্দ্রের আঠার বৎসর বয়সে খুব সমারোহের সহিত বিবাহ হয়। তিনি কলিকাতা চোরবাগানের এগার বৎসর বয়সের সৌদামিনী দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী কলেরা রোগে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। প্রতাপচন্দ্রের কোন সন্তানাদি হয় নাই। তিনি ডাক্তার আনন্দচরণ খাস্তগিরের দ্বিতীয়া কন্যা মোহিনী দেবীকে নিজের কন্যার ন্যায় লালন-পালন করেন এবং কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাচন্দ্র সেনের সহিত বিবাহ দেন।

যৌবনের প্রথম উন্মেষে প্রতাপচন্দ্র নানাপ্রকার লোকের সংস্পর্শে আসিয়া কিছুটা বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু শুভক্ষণে প্রবীণ ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার দিব্যকান্তি ও অমৃতময় ভাষণ প্রতাপচন্দ্রের মনে গভীর রেখাপাত করে। দেবেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথ লক্ষ্য করিয়া তিনি আপনার ভবিষ্যৎ জীবনগঠনে ব্রতী হন। তিনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ইহার দুই বৎসর পূর্বে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বাল্যসহচর ও ধর্মগুরু কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রতাপচন্দ্র কেশবচন্দ্রের ন্যায় ভাল অভিনয় করিতে পারিতেন এবং উভয়ে মিলিয়া একাধিক নাটক সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবার পরও প্রতাপচন্দ্র কিছুকাল কলুটোলার বাড়ীতে পরিবার-বর্গের সহিত নির্বিঘ্নে বাস করিয়াছিলেন। কেহ বিশেষ আপত্তি করেন নাই। কিন্তু যখন তিনি মূর্তিপূজা ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁহার বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন তখন হইতেই পরিজনেরা তাঁহার প্রতি ক্রমশ অসন্তুষ্ট হইতে থাকিলেন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য মনোনীত হন। এই উপলক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে একটি উৎসব হয়। কোন কারণ বশত ঠাকুরবাড়ীর সহিত গোঁড়া হিন্দুদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। প্রতাপচন্দ্র সস্ত্রীক এই উৎসবে যোগ দেন, ফলে তখন হইতেই আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহাদের উভয়ের প্রতি খড়্গহস্ত হন। ইঁহাদের প্ররোচনায় পাচক তাঁহাদের জন্য রন্ধন করিত না, ভৃত্য কাপড় কাচিত না, এমন কি নিজ গৃহের শুধু দাসদাসীই নয় আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা পর্যন্ত তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দেয়। এইভাবে তাঁহাদের উভয়ের জীবন স্বগৃহে ও তদঞ্চলে দুর্বিষহ হইয়া উঠে।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পাক্ষিক Indian Mirror কাগজ দৈনিকে পরিণত হয় এবং ইহার জন্য একটি বড় বাড়ীর প্রয়োজন হয়। এই বাড়ীতে ছাপাখানা ও অফিস ছিল। ইহার এক অংশে প্রতাপবাবু সস্ত্রীক থাকিয়া দৈনিক কাগজের সম্পাদনা করিতেন। ইতিমধ্যে পৈতৃক সম্পত্তিতে তাঁহার প্রাপ্য অংশ পনের হাজার টাকার পরিবর্তে মাত্র দশ হাজার টাকা পাইয়া তিনি সন্তুষ্ট হন। এই টাকা হইতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে কেশবচন্দ্রের বাড়ী 'কমল কুটিরের' ঠিক উত্তরে তিনি একটি বাড়ী ক্রয় করেন। বাড়ীটির নামকরণ করেন 'শান্তি কুটির' এবং তাঁহার বাকী জীবন এই বাড়ীতেই শান্তিতে অতিবাহিত হয়। পরে কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী সেন এবং তাঁহার নিকট আত্মীয় রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন "মিরার"-এর সম্পাদক হন।

এখন 'কমল কুটির' Victoria Institution এবং 'শান্তি কুটির' Pratap Memorial Hall and Library-তে রূপান্তরিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে প্রতাপচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের কার্য গ্রহণ করেন এবং ঐ বৎসরই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হন। প্রচারক-জীবনে প্রতাপচন্দ্র সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই নারীদিগকে নানা সদুপদেশ দিতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'। সুন্দর সন্তানসন্ততি আত্মীয়-পরিজন-পরিপূর্ণ গৃহ সৃষ্টিতে নারীদের দায়িত্ব সমধিক। মেয়েদের তিনি সম্ভ্রম ও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে তাঁহার বাসস্থান 'শান্তি কুটিরে' জাতি-ধর্মনির্বিশেষে মহিলাগণকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া উৎসব করিতেন। মেয়েরা ধর্ম, পুণ্য ও প্রেমে গৃহলক্ষ্মীর আসন পায় এই তাঁহার গভীর কামনা ও আশীর্বাদ ছিল। নারীজাতির মঙ্গলের জন্য, শিক্ষার জন্য তিনি যে অনেক চিন্তা করিয়াছেন তাঁহার 'স্ত্রী-চরিত্র-সংগঠন' পাঠে তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রতাপচন্দ্রের সম্পাদনায় স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্র 'পরিচারিকা' প্রকাশিত হয়।

প্রতাপচন্দ্র তাঁহার বাল্যসখা ও গুরু কেশবচন্দ্রের সকল কাজে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন এবং তাঁহার আদর্শ ও বাণী প্রচারকালে একাধিকবার ভারতের সর্বত্র এবং ইউরোপ ও আমেরিকার নানা সহরে পর্যটন করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

আমেরিকায় প্রথমবার অবস্থানকালে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বোস্টন সহর হইতে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পুস্তক Oriental Christ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক পড়িয়া বিশ্বের খ্রীষ্টধর্মীরা স্তম্ভিত হন এবং যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে এক নূতন আলোকের সন্ধান পান। এই পুস্তক সম্বন্ধে আমেরিকার সংবাদপত্র 'The Critic' লিখিয়াছেন, "It is a stroke of genius. It contains whole philosophy of Christianity. Jesus was an Oriental. He is only to be rightly interpreted by the Oriental mind, the fascinating book comes as a revelation of essential Christianity."

১৮৮৫ সালের মে মাসে প্রতাপচন্দ্র মাসিক পত্রিকা "The Interpreter" প্রকাশ করেন। প্রতাপচন্দ্রের গুণগ্রামে ও বাগ্মিতায় অনেক উচ্চপদস্থ অস্থায়ী ইংরাজ রাজকর্মচারী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন এই দেশ হইতে বিদায় লইবার পূর্বে প্রতাপচন্দ্রকে নিম্নোদ্ধৃত পত্র লিখিয়াছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9th December, 1888

My dear Mr. Mazumdar,

I have not forgotten my promise to mention your name to Lord Lansdowne. I have made him acquainted with the respect and regard I entertain for you as a loyal, conscientious and talented subject of the Queen Empress.

Yours sincerely,
Dufferin.

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতাপচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র সম্যক বুঝিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র স্কুলকলেজ-এর শিক্ষায় পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া যায় না। পূর্ণাঙ্গ মানুষ হইতে হইলে ইহার সহিত শরীর ও চরিত্র গঠন একান্ত আবশ্যক। এই উপলব্ধিবশেই তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে Society for the Higher Training of Young Men নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতিতে হাই কোর্ট-এর বিচারপতি গুরুদাস ব্যানার্জী, রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জী, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী প্রভৃতিকে সভ্য করিয়া লন এবং নিজে সম্পাদকের কাজ করেন। প্রতাপচন্দ্রের ঐকান্তিক চেষ্টায় রাজসরকার হিন্দুস্কুল-এর পূর্বদিকের দুইখানি ঘর এই সমিতির ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেন। একটি ঘরে পাঠাগার ও অপরটিতে বক্তৃতাগার এবং সম্মুখের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা হয়। এই সমিতির কার্যপদ্ধতিতে সন্তুষ্ট হইয়া বড়লাট ল্যান্সডাউন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যরূপে এককালীন পাঁচহাজার টাকা দান করিয়া ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পরে এই সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া 'কলিকাতা ইয়ুনিভারসিটি ইন্স্টিটিউট' রাখা হয় এবং যথাসময়ে বর্তমানের নূতন প্রকাণ্ড বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলম্বাস-এর অমেরিকা আবিষ্কারের চতুঃশত বর্ষপূর্তির উৎসব উপলক্ষে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সিকাগো সহরে বিরাট আন্তর্জাতিক মেলা (World's Fair) ও বিশ্বধর্ম-মহাসভার (The World's Parliament of Religions) আয়োজন করা হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দেই ইহার স্চনা হয় এবং তখনই প্রতাপচন্দ্রকে ইহার উপদেষ্টা-পরিষদ (Advisory Council) ও নির্বাচন সমিতির (Selection Committee) একজন সভ্য মনোনীত করা হয়। এই মহাসভায় পৃথিবীর সকল দেশের জাতিনির্বিশেষে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করা হয়। আমন্ত্রিত হইয়া প্রতাপচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি রূপে এই সভায় যোগদান করেন এবং চারদিনে নিম্নোদ্ধৃত চারটি ভাষণ দেন।

1. Response To Welcome : Monday, the 11th September, 1893.
2. The Brahmo-Samaj : Wednesday, the 13th September. 1893.
3. The World's Religious Debt To Asia : Friday, the 22nd September, 1893.
4. Farewell to Parliament : Wednesday, the 27th September, 1893,

প্রতাপচন্দ্র তাঁহার প্রথম ভাষণে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—WE ARE HINDUS STILL AND SHALL ALWAYS BE.

তাঁহার প্রত্যেকটি ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলী অভিনিবেশের সহিত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতেন। এই প্রসঙ্গে ভারতপ্রেমিক স্বনামখ্যাত রেভারেণ্ড জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড-এর বিবরণের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"........I shall never forget sitting by the side of a somewhat distinguished orthodox clergyman during one of Mr. Mazumdar's addresses to an audience which crowded the great

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

hall. The clergyman was curious to see this man of whom he had heard so much; but he did not conceal the fact that his curiosity was mixed with considerable disgust that a 'Heathen' should have been brought over from Asia to teach American Christians. At first he listened as a mere critic, without sympathy; but as the address proceeded his attitude began to change; he was impressed by the intellectual breadth and strength of the speaker but specially by his moral power and his spiritual insight. He listened with increasing and at last with the most absorbed attention. When the end came he was as one who had seen a vision. He could hardly speak. At last he exclaimed in amazement. Is it possible? Is it possible? And this from a man whom I have been looking down upon as a heathen."

প্রতাপচন্দ্রের দ্বিতীয় ভাষণ সমাপ্ত হইলে মন্ত্রমুগ্ধ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া খ্রীষ্টানদের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মসঙ্গীত 'Nearer, my God, to Thee' সমস্বরে গান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানান।

বিশ্বধর্মসভার অধিবেশন শেষ হইলে আমেরিকার বিস্ময়াবিষ্ট পণ্ডিতসমাজ প্রতাপচন্দ্রকে বোস্টন সহরের 'লাওয়েল ইনস্টিটিউট'-এ চারটি বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এই প্রসঙ্গে বোস্টন সহর হইতে প্রকাশিত "Christian Register" কাগজের সম্পাদক এস্. জে. ব্যারোজ লিখিয়াছিলেন—

"He was the only Indian delegate to the Parliament who was given a cordial reception in Boston Unitarian Club by a group of intellectuals and later on had an interview with the PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA.

(Vide Liberal and The New Dispensation—December 31, 1893).

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২/২৮২

ব্যারোজ সাহেব নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় প্রতাপচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন—

"OUR MYSTIC MOZOOMDAR"

"O Prophet of the glowing East,
The harbinger of day,
From supersition's night released,
We greet thy dawning ray.

With Oriental light replete,
We trace the morning star,
It turns to sunshine when we meet
Our mystic Mozoomdar.

Sweet heathen of another race,
Our fathers damned thy sires ;
A gentler flood of Christian 'grace
Has quenched those hellish fires,
Too good to damn, but not to burn
With Pentecostal flame,
No more thy message we shall spurn,
But kindle at thy name.

O'er foreign continent and isle
Our mission seed we've sown.
Cornelius comes, devoid of guile,
To Christianize our own.
No Brahmin caste or Christian creed
Divides us at the board ;
We own in fellowship agreed,
One hope, one faith, one Lord.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The mighty Ganges night and day
Rolls onward to the sea ;
The Mississippi finds its way
To kindred destiny,
So, blending from our rhythmic hearts,
The fountains of our blood
Reach one full sea that nothing parts,
The sea of Brotherhood."

S. J. Barrows
Boston Club. 11. 10. 1893
Boston, U. S. A.

আমেরিকার চিন্তাশীল মনীষিগণ প্রতাপচন্দ্রের নামে একটি সাহায্যভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন, এই মহৎ উদ্দেশ্যে, যেন অর্থাভাবে তাঁহার অসমাপ্ত কাজগুলির কোন বিঘ্ন না হয়। এই ভাণ্ডার হইতে নিয়মিতভাবে দশ বৎসর যাবৎ তাঁহাকে অর্থসাহায্য করা হইয়াছিল।

তিনি গ্রীষ্মকালে অনেক সময় কার্সিয়াং-এ শৈলাশ্রম নামে নিজের বাড়ীতে বাস করিতেন। তথায় যোগে মগ্ন থাকিতেন। আবার মাঘোৎসবে কলিকাতায় আসিয়া সকলকে ভগবৎপ্রেমে মত্ত করিতেন।

বৎসরাধিককাল রোগ ভোগ করিবার পর প্রতাপচন্দ্র ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১মে শনিবার বেলা দুই ঘটিকা সাতাশ মিনিটে অমরধামে গমন করেন। তাঁহার প্রাণহীন দেহ নিমতলা শ্মশানে সৎকার করা হয়। তাঁহার সহধর্মিণী সৌদামিনী দেবী অতি শোচনীয় অবস্থায় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল পরলোক গমন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

পরিশিষ্ট

১ বিশ্বধর্ম মহাসভায় প্রতাপচন্দ্রের ভাষণ
২ প্রতাপচন্দ্রের ভাষণান্তে ধর্মগীতি
৩ বিশ্বধর্ম মহাসভার কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতাংশ
৪ প্রতাপচন্দ্রের রচনার তালিকা
৫ 'শ্রুতিস্মৃতি' পুস্তিকায় প্রতাপচন্দ্রের প্রসঙ্গ
৬ ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য
৭ গরিফা কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র
স্মৃতিমন্দিরদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
৮ প্রতাপচন্দ্রের আলেখ্য উন্মোচনে
বলরাম সেনের ভাষণ
৯ কোচবিহারের রাজমাতা সুনীতি দেবী ও
ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা সুচারু দেবীর পত্রাবলী

সংযোজন

১ বলরাম সেনের বিয়োগে সমবেদনাপূর্ণ চিঠি
২ গরিফা গ্রামের অপর দুইজন সন্তান প্রসঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
...ayee Ashram
BANARAS.

বিশ্বধর্ম মহাসভায় প্রতাপচন্দ্রের ভাষণ

THE WORLD'S RELIGIOUS DEBT TO ASIA

Friday, the 22nd September, 1893

SPIRITUAL INSIGHT INTO NATURE

The first gift conferred by Asia on the religious world is insight into nature. The hymns of the Vedas, the gathas of Zend, the utterances of David and Isaiah, the Suras of the Koran, all bear evidence of this. The Oriental discovers, contemplates and communes with the Spirit of God, who, in his view, fills all creation. Nature is not a mere stimulus to mild poetry ; nature is God's abode. He did not create it and then leave it to itself, but He lives in every particle of its great structure. Nature is not for man's bodily benefit, but for his spiritual emancipation also. It is not enough to say the heavens are God's handiwork, but the Heaven is His throne, the earth is His footstool. Our Nanak said, "Behold, the sun and the moon are His altar-lights, and the sky is the sacred vessel of sacrifice to Him".

In the vast temple of nature Asia holds the Supreme Spirit reigning and worships Him through the great objects His hand has made. Nay, more, the Oriental beholds in nature the image of God.

"I offer my salutations unto the bountiful Lord", says Yogavasista, "who is the inner soul of all things, reveals Himself in heaven, in earth, in the firmament, in my own heart, and in all around me."

To the Asiatic the Immanent Spirit embodies Himself in nature's beauty and sweetness, to be immersed in which is to be immersed in God Himself. We receive from every object we see a suggestion of something unseen, something higher, inner, something divine and immortal.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"Whatever is on earth", the Persian poet Sadi says, "is the resemblance and the shadow of something that is in the spheres : again that light is the shadow of something more resplendent and so up to the light of lights."

When no audible speech was heard what meant the royal psalmist by saying,

"The heavens declare the glory of God, day uttereth speech unto night, and night showeth knowledge unto night ?"

It was the law of the Lord, His statutes, His precepts that filled David's heart, and he heard the celestial music of his own contemplation, re-echoed in all the universe.

"When", says the Bhagavadgita, "Arjuna, the faithful warrior, looked up to the divine form he saw there the glory of the mountains, the sweep of the rivers, the bloom of the flowers and the animated beauty of the mankind."

This does not mean that nature and God are one, but nature is the primary form and image of God's spirit.

The book of creation is in God's handwriting—it is His language ; nature is His revelation. The roar of the hurricane is a feeble echo of His eternal voice. The thunders of the sea breaking in fury over the immovable rocks are the faintest utterances of His might. The midnight firmament with its mighty arches of light, shows His vast bosom bending over the repose of the good and the bad alike.

The forces of nature strike the Asiatic not as blind or fantastic, but as the manifestations of a personal will. The life of nature is the life of God. Our own personality, which originates so many activities, unfolds a Person who originates and preserves the universal powers of all things which are not ours, nor ourselves. Every force is the will-force of the Almighty. In Asia, therefore, nature is not a mere design, or mere law, or uniformity, but the arena of God's personal activity.

But personal activity means Providence. When the Spirit fills all things, is imaged in all things, is revealed by all things,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and as a person God presides over all activities, the whole world is full of His Providence. It is for this reason that Vedic sages beheld in even force and phenomenon of nature an inworking light of the Divinity. There was God in the sun, God in the Himalayas, God in the all-investing sky, God in the expanse of the round blue sea, but all these Gods merged into one Supreme Brahma the meaning of which word is "God is great, and makes everything great". Thus the senses and the soul form a vast organ on which the contemplation of nature plays her august harmony, and through which insight makes her supernatural yet most natural revelations.

How then can we tire of our mountains and rivers, or the sacred solitude of the forests? Mount Sinai is neither cold nor dumb; but there is no Moses to hear the commandments or bare his feet to the burning bush. The roses of Shiraz are still in bloom, the nightingale's song still fills the midnight silence but there is no Hafez to realize that the Great Beloved dwells in the garden and welcomes his faithful devotee. The fountain of Zemzem flows on by the side of Mecca but the Prophet is gone for ever, and the pilgrim hordes spread infection and uncleanness. Nature is spiritual still, but man has become material, and Asia calls upon the world to once more enthrone God in His creation. Reconciled with nature, at one with the creation, inspired by the soul of beauty in all things, Asia is at one with God.

BEHOLDING THE SPIRIT OF GOD WITHIN

The second lesson which Asia teaches is introspection. This means beholding the Spirit of God within your own heart; it is spirituality. Nature inspires the Old Testament, Job, Ezekiel, Solomon; the Rig Vedas, the Avesta; the Spirit makes the New Testament, the Upanishads, the religion of Sadi and Mowlana Roum. Is there any light of beauty or intelligence, or harmony, in outward things which has not

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

its original seat in the mind of the observer ? From observation to introspection the step is easy and natural. On the framework of your own soul the warp and woof of all the worlds are woven, the universe of light and order is to be seen within. There is no glory without which the soul does not put there from within itself. This marvellous creation is sometimes described as a subjective dream, a medium of communion between the human and the divine, the self-manifestation of the Spirit Who appeals through our senses to the kindred spirit within us.

Neither in scripture. nor in nature, nor in church, nor in prophet is the Spirit of God realised in His fullness. But in man's soul, and there alone is the Spirit of God fully revealed. He who has found Him there has found the secret of the Sonship of man.

"Believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain, nor yet in Jerusalem, worship the Father. But the hour cometh and now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth ; for the Father seeketh such worship. God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth."

Until, therefore, we behold God as the Spirit in the only spirit realm we have access to, namely our own souls, how is true worship possible ? The Taittirya Upanishad says,

"When the devotee is established within the unseen, formless, unspeakable spirit of God in himself, only then is he perfectly fearless."

This sense of supreme fact of the Spirit's indwelling glows into attitudes of blessedness which intensifies every other faculty of the soul. All mental powers turn themselves into channels through which the abundance of divine manifestation pours within. The sentiments, the imagination, the powers of intelligence, the sense of beauty, the power

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of invention, the resolutions of the will, are all kindled into that spirit of prophetic fire which glows in the inspiration of the Orient.

And thus Asiatic philosophy whether Hindu, or Gnostic, or Sufi is the philosophy of the Spirit, the philosophy of the Supreme Substance, not of phenomena only. All Asiatic poetry breathes the aroma of the sacred mansions, glows with the light of the dawning heavens. The deepest music is spiritual music, the noblest architecture is raised by the hand of faith. When the Spirit of God indwells the spirit of man, literature, science, the arts, nay, all ideals and all achievements find their natural source, the whole world is spiritualized into a vision of the Eternal.

Has the spiritual nature an end to its possibilities? The Oriental mind does not really deny the being of the outward world, but, seeing God within its own being, the outer becomes only a phase of the inner spirit. It is not logic, nor observation, nor even the scripture, that reveals God to the rapt of Oriental mind; it is through his own instincts that he has the deepest view of the unity and perfection of the Godhead. No dialectic subtlety or analytic skill, is unknown in the East, but there the philosopher is the seer also. Asia has the seeing of God within her spirit, and what is seen cannot be disproved by what is said. The progress of true religion is not in the conversion of the so-called heathen, but in the conception, the inspiration, and the realization of the ideal of the man of spirit.

The Supreme Spirit manifests Himself in the soul as reason, as love, as righteousness, as joy. The product of reason is wisdom, and true wisdom is universal.

"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

What is true in Asia is true in Europe, what is true before Christ is true after Christ, because Christ is the spirit of truth. Whoever conceives the unmixed truth in science or in faith, in art or in literature, conceives the imperishable and the eternal.

In the high realms of that undying Wisdom the Hebrew, the Hindu, the Mongolian, the Christian are ever at one, for that Wisdom is no part of themselves, but the self-revelation of God. The Hindu books have not plagiarized the Bible, Christianity has not plundered Buddhism, but Universal Wisdom is like unto itself everywhere. Similarly Love, when it is unselfish and uncarnal, has its counterpart in all lands and all times. The deepest poetry whether of Dante, Shakespeare, or Kalidas is universal. The Love of God repeats itself century after century in the pious of every race ; the love of man makes all mankind its kindred. True holiness is the universal ideal, however much personal prejudices or passions stand in the way of the light. Hence Asia seeking the Universal God in her soul has discovered God in all the world.

This process of seeking and finding God within is an intense spiritual culture known by various names in various countries ; in India we call it yoga. The self-concentrated devotee finds an immersion in the depths of the Indwelling Deity. God's reason becomes man's reason, God's love becomes man's love, God and man become one. Introspection finds the universal soul—the over-soul of your Emerson—beating in all humanity, and the human and Divine are thus reconciled.

RAPTUROUS WORSHIP

In the third place Asia has taught the world to worship. Asia is the land of impulse. Religion there has meant always sentiment, joyousness, exaltation, excitement in the Love of God and man. All this impulse the Asiatic throws into

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

his worship. With us Orientals worship is not a mere duty; it is an instinct, a longing, a passion. There is a force that draws every drop of dew into the sea, a spark into the conflagration, a planet to the sun. They feel in the East a similar force of impulse drawing them into the depth of God. That is worship.

"As the heart panteth for the brook of living water so my soul panteth for God."

Routines and rituals are indeed known in the East; they are to keep the undevout in the practice of religion. But for the spiritual the impulse towards God is irresistible. The Love of God is a growing passion, a wine that inebriates, a madness of the spirit. The holy festival in the East, whether it is a song or a ceremony, a praise or a prayer, is an intense excitement. This longing for the companionship of the Spirit is half-human, half-divine. It is man calling after God and God calling after man. No devotional act is complete which is not an act of mutual advance on the part of God and of man; no prayer is true which does not bring with it a blessed consciousness of acceptance. But worship is then worthy of heaven when it is uttered in tearful and fervid love. When the devotee feels conscious that he is accepted, an ecstasy of trust feels him, the rapture of Divine response overpowers him. He cries, he laughs, he sings, he dances, he falls into a trance. Such phenomena are not confined to one religion or one country. The Hebrew Miriam danced and the congregation played upon clamorous instruments of music. Mohammed fell into fits of unconsciousness. Hafez was reputed as a madman. The Vaishnavas of India dance and violently sing in their devotional excitement. The Bhagavat Puran thus describes the condition of the devout worshipper,—

"He sings the names of the Dearest One, his heart is melted with holy love, he laughs loudly, or he cries, or ceaselessly

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

prays, and at last overcome by uncommon impulses dances like aman beside himself."

This kind of excitement cannot be agreeable or suitable to all men, but it shows the extremes to which devotional impulses run in Asia.

The uttered worship of the East none can limit. Can any one number the songs of praise, the invocations, the entreaties which rise night and day like the ceaseless rush of many waters to the throne of Heaven? The universe itself is to the Oriental like a vast devotee who uttereth ceaselessly the words of adoration, and we, each one of us, feebly respond to these utterances; blessed is he who responds from his deepest heart. But at last speech becomes inadequate, and devotion lapses into silence. Our worship is then profoundest when we find no language adequate to express our love and trust. The East, therefore, cultivates the habit of devotional silence. But silence also becomes too oppressive, and takes shape in the offerings and acts of worship. Flowers, incenses, sacrificial fires, sacramental food, symbolic postures, bathings, fastings, and vigils are oftentimes more eloquent than words. There is no spirit without form. Ceremonies without spirit are indeed dangerous, but when words fail before God symbols become indispensable.

All true worship is twofold in its direction. It is God-ward, and it is manward. The honour and love of God are sure to lead to the honor and love of man. In Asia we almost worship our spiritual guides; we almost idolise the objects we love. The man of God stands next to God. We do not understand spiritual democracy, we look out for towering personalities, nay even in loving our equals and inferiors we are fired by a divine enthusiasm. As there are various moods in our relation to God, the childlike, the friendlike, the servantlike, the loverlike, so there are

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

various moods in our relation to man. Opposite moods are reconciled in the character of the spiritual man. Tenderness and sternness, rebuke and forgiveness mingle into a strange dignity. Meekness, penitence, gentleness, forgiveness, affectionateness, lofty indignation, weeping compassion are attitudes of the love of man. The devotee is not only loving to man, but kind and compassionate also to all living things. The beatitudes of the Sermon on the Mount, the sweet humanities of Buddha, thus become realities of the true instinct of worship.

Adoration fails, the flower fades, the fire quenches, the incense is turned into dust, but when the spirit of the devotee abides in the rapture of joy and love within the depths of God, it forgets the world's distractions and the world's ways of worship. When similarly the love of man becomes to it a passion, it becomes one with mankind. Oneness with God and man, therefore, in perfect love is the ideal of Eastern worship.

RENUNCIATION—LAW OF SPIRITUAL PROGRESS

In the fourth place, what lesson do the hermitages, the monasteries, the cave temples, the disciplines and austerities of the religious East teach the world ? Renunciation. The Asiatic apostle will ever remain an ascetic, a celibate, a homeless Akinchana, a Fakir. Orientals are all the descendants of John the Baptist. Any one who has taken pains at spiritual culture must admit that the great enemy to a devout concentration of mind is the force of bodily and worldly desire. Communion with God is impossible so long as the flesh and its lusts are not subdued. Hence renunciation has always been recognised as a law of spiritual progress in Asia. It is not mere temperance but positive asceticism ; not mere self-restraint but self-mortification ; not mere self-sacrifice, but self-extinction ; not mere morality but absolute holiness. The passion for holiness conquers the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

passion for self-indulgence, and leads to much voluntary suffering. Poverty, homelessness, simplicity have characterised the East. The Brahmins do not charge a fee for teaching the sacred knowledge of the Vedas, and the missionaries of the Brahmo-Somaj never take a salary but live upon alms.

The foxes had holes, the birds had nests, but the Son of Man had naught where to lay his head. To the gates of Kapilavastu, where he was to be Lord and King, Buddha went as a wandering mendicant with his alms bowl in his hand, begging from house to house. The sight was too painful for the feelings of the aged king, his father, so that he entreated the illustrious mendicant would go to beg elsewhere, and not bring shame to the royal house he had forsaken. Buddha calmly replied,

"You, O King, are faithful to your ancestors who were kings, but I am equally faithful to my ancestors who were all mendicants."

Mohammed lived in a cave and found enough nourishment on a few dates. The Fakir in Moslem countries and the Sadhu in India are regarded with universal awe. Those orders of Christian, who, like the Roman Catholics, have adopted this principle of renunciation, have made the greatest impression upon Asiatic communities. It is a sign of the times that even Protestant orders are reverting to the Monastic principle of Asia. This has its danger, but it is still more dangerous to allow carnality and worldliness to mix in a spiritual man's life. Jesus presided at the marriage feast, Sakya-Muni shocked his early disciples by eating hearty meals ; Mohammed married wives ; Nanak, the founder of the Sikhs, kept a shop ; St. Paul stood upon his political rights as a Roman Citizen, not because of worldly-mindedness, but in the faithful discharge of their holy duties. Their hearts were austere and unselfish as ever.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Once upon a time, so goes the Indian legend, the saintly ascetic Sukdeva visited the palace of the royal devotee Raja Janak. The man of austerity was struck at the wealth and magnificence of his host. The throne on which he sat, his wives, his attendants, his robes, his chariots disgusted Sukdeva. Raja Janak, by insight, knew the thoughts of his simple-minded guest. To disabuse him Janak suddenly set on fire his palace by the power of magic. There was a fearful uproar, every-body hurrying to save what was most precious to himself. Even Sukdeva rushed to snatch away from the fire a narrow strip of rag, worn round his loins, his only belonging which he had hung up to dry. Only Raja Janak sat calmly, smiling, free from care. The fire was as soon put out as it had been set up, and the royal devotee, addressing the ascetic saint said, "Thou, O Sukdeva, lost thy peace when thy rag was threatened, but I could look calmly on while all my palace with its wealth was burning to ashes. Renunciation is not to abstain from much and be over-fond of the little, but to retain our peace at the loss of everything we have, be it little or great."

Self-conquest or renunciation is but one part of the culture of the will into spirituality. Those who make austerity the object of their religion are led often to monstrous pride and extravagance. The other and more important part is obedience, self-consecration, merging one's self into the Supreme Self of God, and the sublime service of humanity. Self-discipline is only a means to the higher end of reconciliation and oneness with the will of God. The grain of wheat falls and dies in the earth not that it may be extinguished for ever, but that it may produce a hundredfold of its kind, and he who spends his life for God, keeps it unto immortality. Death has been, and always will be, the price of the attainment of God and the service of man, death of all self and carnality. Who can say,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

who did say, "Not my will, but thine be done ?" He who struggled with the last cup of agony, and who looked up to serve God and man while the murderer was at the gate. Call it renunciation, call it stoicism, call it death, the fact is there that he who dies to himself can only find rest in God or reconciliation with man. This great law of self-effacement, poverty, suffering, death is symbolised in the mystic cross so dear to you and to me. Christians, shall you ever repudiate Calvary ? Oneness of will and character is the sublimest and most difficult unity with God, it means much suffering, often death. And that lesson of unity Asia has repeatedly taught the world.

MYSTIC SPIRITUALITIES OF ASIA

Thus by insight into the immanence of God's Spirit in nature, thus by introspection into the fullness of the Divine Presence in the heart, thus by rapturous and loving worship, and thus by renunciation and self-surrender Asia has learned and taught wisdom, practised and preached contemplation, laid down the rules of worship, and glorified the righteousness of God.

But how can I, within a brief half-hour, describe the mystic spiritualities of a great continent, from which all religions, all prophets, all founders, all devotions, and all laws of righteous life have come ? I have uttered only a faint cry, and leave the rest to your spiritual discernment. I know Asia has to learn a great deal from the West. I know that even such qualities of the Asiatic as I have described require to be assimilated in a New Dispensation of God, the future religion of mankind. But Europe has gone out to the East and the New Religion has dawned in the Brahmo-Samaj. In the West you observe, watch, act and speculate. In the East we contemplate, commune and suffer ourselves to be carried away by the Spirit of the universe. In the West you wrest from Nature

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

her secrets, conquer her, she makes you wealthy and prosperous, you look upon her as your slave and sometimes fail to realize her sacredness. In the East Nature is our Eternal Sanctuary, the throne of our Everlasting Temple; and the sacredness of God's creation is only next to the sacredness of God himself. In the West you love equality, you respect man, you seek justice. In the East love is the fulfilment of the law; we have hero-worship, we wait for the incarnations of God. In the West you establish the moral law, you insist upon propriety of conduct, you are governed by public opinion. In the East we aspire, perhaps vainly aspire, after absolute self-conquest, and the holiness which makes God its model. In the West you work incessantly, and your work is your worship. In the East we meditate and worship for long hours, and worship is our work. Perhaps one day, after this Parliament has achieved its success, the western and eastern man shall combine to support each other's strength, and supply each other's deficiencies. And then that blessed synthesis of human nature shall be established which all prophets have foretold, and all the devout souls have sighed for.

Some years ago, when I saw Professor Tyndall after his great Belfast address, he spoke to me thus,

"The sympathies of such men as you are the crumbs of comfort left me in my unpopularity. Because I will not accept religion in the hands of those who have it not, they revile me. I complain not. True religion once came from the East, and from the East it shall come again."

This, perhaps, was too great a compliment, at least I regarded it as such. But looking back into the past it cannot be denied that the world's religious debt to Asia is very great. In the East we are a subject race; we are talked of with contempt; the Asiatic is looked upon as the incarnation of every meanness and untruth. Perhaps we partly deserve it. Perhaps in being

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

allowed to associate with you, free and noble children of the West, we shall learn what we have failed to learn hitherto. Yet in the midst of the sadness, the loneliness, the prostration of the present, it has been some consolation to think that we still retain sparks of our ancient spiritual fire, it is some consolation to reflect on the prophecy of Ezekiel, "Behold, the glory of the Lord cometh from the way of the East !"

[২]

প্রতাপচন্দ্রের ভাষণান্তে ধর্মগীতি

[বিশ্বধর্ম মহাসভার তৃতীয় দিবসে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ভাষণের পর নিম্নোক্ত ধর্মগীতি গীত হয়।]

Nearer, my God, to Thee,
Nearer to Thee ;
E'en though it be a cross
That raiseth me ;
Still all my song shall be,
Nearer, my God, to Thee,
Nearer to Thee

Though, like the wanderer,
The sun gone down,
Darkness comes over me,
My rest a stone ;
Yet in my dreams I'd be
Nearer, my God, to Thee,
Nearer to Thee.

There let my way appear
Steps unto Heav'n,
All that Thou sendest me
In mercy given,
Angels to beckon me
Nearer, my God, to Thee,
Nearer, to Thee.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Then, with my waking thoughts
Bright with Thy praise,
Out of my stony griefs
Beth-el I'll raise ;
So by my woes to be
Nearer, my God, to Thee,
Nearer to Thee. Amen.

[৩]
বিশ্বধর্ম মহাসভার কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতাংশ

[ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্পর্কে বিশ্বধর্ম মহাসভার কার্যবিবরণীর যে যে স্থানে উল্লেখ আছে তাহা হইতে এই অংশগুলি উদ্ধৃত হইল।]

'In dark almost ascetic garb, there sat among his fellow orientals, Protap Chunder Mozoomdar. Mr. Mozoomdar the leader of the Brahmo-Somaj or Hindu Theists in India, visited this country some years since, and delighted large audiences with his eloquence and perfect command of the English tongue.'

The third day—Wednesday ; September 13

'The morning session was presided over by the Chairman, Dr. Barrows and began as on the previous days, with an act of silent devotion, and with the reciting of the "Universal Prayer" of our Lord led by Mr. Mozoomdar.

'The first paper of the morning had been looked forward to with exceptional interest because of the author personally and because of what he represented. And when the successor of Ram Mohun Roy and of Chunder Sen came forward to speak of the Brahmo-Samaj, he was greeted with loud applause.

'The Brahmo-Somaj: by P. C. Mozoomdar of Calcutta, India. At the conclusion of this address, the multitude rose to their feet and, led by Theodore F. Seward, sang the hymn, 'Nearer, my God, to Thee'.

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The sixth day—Saturday, September 16

'Mr. Mozoomdar arose and said : 'It delights my heart to see the spontaneous response to the message which my fellow-believers have sent this vast distance. I feel now, more than I have ever felt, that India and America are as one in the Spirit of the God of all nations ?

'The speaker sat down overcome with emotion.'

The twelfth day—Friday, September 22

'On this day the crowds in the Hall of Columbus were, if possible, more dense than on any previous day. If the public had got the impression that the proceedings were to be of very great interest and practical value, they were not destined to be disappointed.'

'The World's Religious Debt to Asia : by P. C. Mozoomdar of the Brahmo-Somaj, Bombay.'

Farewell Address

'After Dr. Momerie's address in the Hall of Columbus, the Chairman introduced P. C. Mozoomdar of the Brahmo-Somaj, who delivered his farewell address. When he finished, Dr. Barrows said, 'We have heard a voice from India'.'

[৪]

প্রতাপচন্দ্রের রচনার তালিকা

The Faith and Progress of the Brahmo-Somaj
The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen
The Heart Beats
The Spirit of God
The Oriental Christ
The Silent Pastor

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The Tour Round the World
Lectures in India and Abroad
The Aids to Moral Character
আশীষ
স্ত্রীচরিত্র
উপদেশ

[৫]

'শ্রুতিস্মৃতি' পুস্তিকায় প্রতাপচন্দ্রের প্রসঙ্গ

[স্বর্গত রায় সাহেব বলরাম সেনের রচিত 'শ্রুতিস্মৃতি' পুস্তিকায় প্রতাপচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।]

১৯০০ সাল জুন মাসে আমি ও আমার প্রিয়তম বাল্যবন্ধু চুনি রায় দার্জিলিং হইতে প্রতাপ বাবুকে দেখিতে কার্সিয়াং-এ তাঁহার বাঙ্গলায় যাই। বেলা ১২টার পর সেখানে পৌঁছাই। আমাদের দেখিয়া তিনি খুব আহ্লাদিত হন। গরিফার লোক পাইলে তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী বড়ই সুখী হইতেন। আপনার লোক আসিলে যেমন আনন্দ হয় সেইরূপ তাঁহারা আনন্দিত হইলেন। যত্ন করিয়া তাঁহার স্ত্রী ঘরে খাবার করিয়া আমাদের খাওয়াইলেন ও কত গরিফার কথা উঁহারা উভয়ে আমাদের সঙ্গে কহিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার গাড়ীতে আমরা ফিরিয়া যাই। সুবিধা হইলে সময়ে সময়ে আসিতে অনুরোধ করিলেন।

প্রতাপ বাবুর 'আশীষ' পুস্তক ভুলু-দা S. K. Lahiri-কে দিয়া ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রতাপ বাবু তখন পীড়িত। লাহিড়ী কোম্পানী ছাপাইতে দেরী করায় প্রতাপ বাবু আমাকে বলেন উঁহাদের সহিত দেখা করিয়া যাহাতে ছাপা শীঘ্র হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে। আমি উঁহাদিগকে কিছু টাকা আগাম দিয়া শীঘ্র ছাপাইতে বলি। ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫, municipal market হইতে কিছু পথ্য লইয়া মা ও আমি প্রতাপ বাবুর সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন :— দীর্ঘকাল রোগে পড়িয়া দিন দিন অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িতেছি, তবু এখনও তোমাদের জন্য আরও কিছু করিবার ইচ্ছা আছে। বোধ হয় আর এ শরীরে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, শীঘ্রই ইহা পরিত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইবে। তবু বলি আমাকে ভুলিও না। ইচ্ছা হয় যাবার আগে এমন কিছু করি যাহাতে তোমরা না ভোলো। কোথায় থাক?

আমি—শাঁখারীটোলা ইস্ট লেন। (অধুনা স্ট্রীট)

প্র—অনেক দূর?

আমি—তাহা হইলেও আসিতে পারি। কিন্তু কথা কহিতে আপনার বড় ক্লান্তি হয় সেজন্য সর্বদা আসা ভাল নয় বোধ হয়।

প্র—তা হোক, কিন্তু ইহাতে জীবন আছে। আর একদিন বেলাবেলি আসিও।

আমি—পদধূলি লইয়া বিদায় লইলাম। ২২শে ফেব্রুয়ারী পুনর্বার প্রতাপ বাবুর কাছে যাই। তিনি বলিলেন যে জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষ কেশবের সহিত তাঁহার অদ্ভুত কৃপায় আমার বাল্যকাল হইতে সম্বন্ধ। কায়মনোবাক্যে তাঁহারই কর্মে জীবন উৎসর্গ করিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে আসিয়াছে। এত সহজ ধর্ম পাইয়াও অনেকে ইহার মর্ম বুঝিতে পারিল না ইত্যাদি। দেখ তাঁহার কাজে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে তাহার কোন অভাব তিনি রাখেন না। পুত্রকন্যা না থাকিলেও তাহাদের মত স্নেহযত্নের অভাব হয় না।

আমি—আমাদের জীবনই ভগবদ্‌ভক্তের জন্য, আপনাদেরই জন্য।

প্র—সত্যই কি ইহা বিশ্বাস কর?

আমি—না বিশ্বাস করিবার কারণ কি? ভগবদ্‌ভক্তেরা সর্বত্র সর্বকালে কাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত? আমাদের মতই সংসারী লোকের দ্বারা নয় কি? চিরকালই সংসারী লোকেরা উঁহাদিগকে 'বাবাজী, গুরুদেব, প্রভু' ইত্যাদি কত নামে অভিহিত করিতেছে কেন? ভগবান্‌ই অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিতেছেন, তাই না তারা ঐ ঐ ভাবে তাঁহাদের ডাকে, সংসারী লোকেদের পুত্রকন্যা হাতে গণনা করা যায়, কিন্তু সাধুদিগের উহার সংখ্যা করা যায় না—উহা অসংখ্য।

এইরূপ প্রায়ই তাঁর সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ হইত। কখনও ডাক্তার দুর্গা দাশ গুপ্ত Dr. Hares-কে সঙ্গে করিয়া যাইতেন। কখন কখন আমার মা প্রতাপ বাবুকে দেখিতে যাইতেন। মা প্রতাপ বাবুকে খুব স্নেহযত্ন করিতেন। মার বাপের বাড়ী আর প্রতাপ বাবুর বাপের বাড়ী গরিফার একই রাস্তার পশ্চিমে ও পূর্বে পারাপারি ছিল। বাল্যকালে ৯।১০ বৎসর পর্যন্ত প্রতাপ বাবু গরিফায় যাইতেন। মাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি দিদি বলিতেন। তাঁহারা প্রায় এক সঙ্গে খেলাধুলা করিতেন। কলিকাতায় আসিবার পরও প্রতাপবাবু মাঝে মাঝে সস্ত্রীক গরিফায় গিয়া কিছুদিন করিয়া থাকিতেন। গরিফার উপরে প্রতাপবাবুর খুব টান ছিল। যখন আমরা এখানে ব্রাহ্মসমাজ করি তখনও তিনি উৎসবের সময় প্রসন্নবাবুর সঙ্গে দুই একবার গিয়া উপাসনাদি করিতেন। এই সকল কারণে এবং উঁহার ও উঁহার স্ত্রীর সাদর ব্যবহারে আমি উঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। উঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে আমি প্রায়ই উপস্থিত হইতাম এবং তাঁহার কোনরূপ সেবা করিতে পারিলে ধন্য জ্ঞান করিতাম। যখনই Peace Cottage-এ যাইতাম তখনই Lily Cottage-এ করুণার সঙ্গে দেখা করিতাম। March মাসটা সর্বদাই যাওয়া-আসা করিতাম।

প্রতাপবাবুর 'আশীষ' ছাপাইবার জন্য আমাকে প্রায়ই Peace Cottage-এ ও S. K. Lahiri কোম্পানীর কাছে যাতায়াত করিতে হইত।

[৬]

ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য

[এই পুস্তিকা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় দিবার উপযুক্ত স্থান নয়; কিন্তু প্রতাপচন্দ্র যাঁহাকে সর্বতোভাবে গুরু বলিয়া অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিতেন এবং যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন, সেই মহাপুরুষ সম্বন্ধে যৎসামান্য উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

(ক)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতিষ্ঠিত ও অধুনালুপ্ত দৈনিক ইংরেজী কাগজ 'Forward' ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারীর সংখ্যায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে গিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে Indian National Congress তাঁহারই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ভারতের মুক্তির জন্য কার্য করিতেছে। এই প্রবন্ধের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'The dynamic force of Keshab's ideas made itself felt in every department of Indian Society and shook it to its very depth. Nothing can be more unjust to Keshab than to think of him as a mere religious or social reformer. He was that and something

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

more. He was essentially a prophet of freedom, and lived and died to free the people from religious, social and political thraldom. The politics of the Indian National Congress has now been inspired by the ideal of democracy, and the Congress has declared a crusade against untouchability, as well as against the disabilities of women. But even before the birth of the Congress, Keshab Chandra Sen used all his eloquence and power for reconstructing the society on a democratic basis and for removing the disabilities of women, as well as of the untouchables……

'Indeed, there is hardly any item in the programme adopted by the last session of the Indian National Congress, that did not engage the serious attention of Keshab Chandra Sen at a time when the idea of founding the Congress was in a nebulous state. He has been described as a religious reformer who believed in synthesis of different religions, but his synthetic mind did not come into serious collision with his nationalism. He has been hailed as a prophet of harmony, but he seems to have perceived that there could not be any real harmony and unity between the East and West, between Asia and Europe, unless the Asiatic peoples stood exactly on the same plane with Europeans and were equal to them in all respects……

'……To Keshab the Karmajogi and patriot, India, particularly young India, would bow with reverential awe, and seek to draw the inspiration for freeing India……'

(খ)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মহাপ্রয়াণে বর্তমান যুগের বেদব্যাস বলিয়া আখ্যাত অধ্যাপক মোক্ষ মূলার কেশবচন্দ্রের অমর আত্মার উদ্দেশে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন তাহার এক স্থলে বলিয়াছেন,

'* * * * Like all great men, he had warm friends and bitter enemies. * * * * he far more frequently protested against exaggerated praise than against unmerited blame. * * * * But

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

if we deduct an equal share on both sides—on the side of exaggerated praise as well as on the side of unmerited blame—there remains a sufficient amount of independent contemporary judgment to secure to Keshub Chunder Sen the first place among his fellow-countrymen and a pre-eminent place among the best of mankind. * * * *

'But as long as there is a religion in India, whatever its name may be, the name of Keshub Chunder Sen will be gratefully remembered as one who lived and died for the glory of God, for the welfare of mankind, and for the truth, so far as he could see it.'

(গ)

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রের যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার 'অনুশীলন' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত হইল :

'......ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম ? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম ? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন ?

গুরু। কেন করিব না ? ঐ মহাত্মা সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।

শিষ্য। আপনার এরূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই ধর্মের যথার্থ মর্ম।'—পৃষ্ঠা ১৩২।

[পরবর্তী সংস্করণসমূহে এই অংশটি নিপুণতার সহিত বর্জিত হইয়াছে।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ঘ)

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কেশবচন্দ্রকে মহাত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'তিনি একজন প্রধান বক্তা ছিলেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তিনি বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া Europe ও America গিয়াছিল। তাঁহার লেখা ও তাঁহার বক্তৃতা অতি সরল ভাষায় লিখিত। উহাতে খাঁটি সংস্কৃতের ভাষা অতি কম। 'সেবকের নিবেদন' বলিয়া তিনি যে কয়েক volume পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা অতি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় লিখিত এবং তাহাতে তাঁহার ধর্মভাব বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে।'

[সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।]

(ঙ)

[আচার্য স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁহাকে সত্যদর্শী, সত্যান্বেষী সত্যাশ্রয়ী প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করা হইয়াছে। কিন্তু কেশবচন্দ্র সম্পর্কে তাঁহার এই সত্য ভাষণের কথা কোথায়ও উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই।]

কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে স্মৃতিপূজায় কলুটোলা ভবনে বলিয়াছিলেন : 'ছোটো ছেলেদের জন্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম একটি পত্রিকা বাহির করেন, সেটী 'বালকবন্ধু'। এর ভিতর দিয়ে তাদের ধর্ম্মজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান, নীতিশিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা হ'তো।

'তারপর সর্ব্বসাধারণের জন্যে এক পয়সার কাগজ সুলভ সমাচার তিনিই বের করেন। আমরা ছেলেবেলায় এই কাগজ পড়েছি। পূজার সময় আবার লাল রং, নীল রং-এ বাহির হ'তো। এর ভাষা একেবারে সহজ ভাষা। শিশু পর্য্যন্ত বুঝতে পারে। সে সময়ে গাড়োয়ানদেরও তা পড়তে দেখেছি। বঙ্গভাষাকে বিদ্যাসাগরী ভাষা থেকে বের করে সহজগম্য করেন তিনিই। আমি তখন ছয় বৎসরের বালক। অগ্রজের সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরে গিয়েছিলাম। তখন কেশবচন্দ্র বেদী থেকে কি কথা সব বলছিলেন! কি চমৎকার সব কথা। সহজ ছোটো ছোটো monosyllable-এর কথা। শিশুরাও বুঝতে পারে। আমার এখনও একটি কথা কানে লেগে আছে—তিনি বললেন 'হরি পাখী আসলেন, মনের গাছে বসলেন'। এইরূপ আশ্চর্য্য প্রতিভার সাক্ষ্য লোকের মনে দিলেন এবং সাধারণ লোকের মনে ঐ সুলভ সমাচারের ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক বিপ্লবের সূত্রপাত করলেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গরিফা কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র স্মৃতিমন্দিরদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

জগদ্বরেণ্য কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের গরিফায় কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন ছিল না, যদিও তাঁহারা উভয়েই এই গ্রামের সন্তান। গত শতকের রেনেসাঁর যুগে জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত জনহিতকর বিষয়ে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সকল কাজে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ বাল্যসখা, প্রিয়তম ভক্ত ও শিষ্য প্রতাপ-চন্দ্র, এই উভয়েরই অবদান অবিস্মরণীয়। আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব রায় সাহেব বলরাম সেন (ওরফে বাদল সেন) কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বগ্রাম গরিফায় আসিয়া বাস করিতে থাকিলেন। দেশবিদেশে এই মহাত্মাদ্বয়ের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে নানা উপায় অবলম্বন করা হয়, অথচ গ্রামে কিছুই করা হয় না এই চিন্তায় তিনি বিষাদমগ্ন ও বিচলিত হইলেন। তিনি উদ্যোগী হইয়া এবং তাঁহার অকৃত্রিম বাল্যবন্ধু রায় সাহেব চুনিলাল রায়ের সহায়তায় নিজ বাড়ীতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় ৭০।৭৫ জন গ্রামবাসী উপস্থিত থাকিয়া স্থির করেন যে মহাত্মাদ্বয়ের পৃথক্ পৃথক্ স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করাই বাঞ্ছনীয়। এই সভাতেই সর্বসম্মতিক্রমে সমিতির ট্রাস্টীগণ, কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যগণ, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সহকারী কোষাধ্যক্ষ, ও হিসাব পরীক্ষক নির্বাচিত হন। কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম সভাপতি রায় সাহেব বলরাম সেন এবং প্রথম সম্পাদক এই গ্রামের সন্তান সাহিত্যসেবী বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। সভাপতির পরিচালনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সমিতির কার্যাবলী অতি সুচারুভাবে নিষ্পন্ন করেন। এই প্রতিষ্ঠানযুগলের আনুমানিক ব্যয় ১৪,০০০ চৌদ্দ হাজার টাকা নির্ধারিত হয়। কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইয়া রায় সাহেব বলরাম সেন কোচবিহারের রাজমাতা মহারাণী সুনীতি দেবী ও ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা মহারাণী সুচারু দেবীকে এই স্মৃতিরক্ষা সমিতির প্রতিপালিকার (patroness) পদ গ্রহণের জন্য পত্রযোগে অনুরোধ করেন এবং উভয়েই স্বীকৃত হন।

এইরূপে উৎসাহিত হইয়া সমিতির সভ্যগণ বলরাম সেন মহাশয়কে সম্মুখে রাখিয়া অর্থসংগ্রহে যত্নবান হন। কিন্তু আশানুরূপ অর্থসংগ্রহের জন্য অপেক্ষ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইলে কিছু কালক্ষেপ হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং ভবিষ্যতের আশা রাখিয়া আর কাল বিলম্ব না করিয়া সংগৃহীত অর্থের মধ্যে যাহাতে ত্বরায় তুইটি সৌধ নির্মাণ করা যায় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

কেশবচন্দ্রের স্মৃতিমন্দিরের জন্য যে জমিটির ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা নানা কারণে বাতিল করিতে হয় এবং ইহার পরিবর্তে সুবিধামত জমি সংগ্রহ করিতে কিছু বিলম্ব ঘটে। ইতিমধ্যে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে প্রতাপচন্দ্র স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একখণ্ড জমি পাওয়া যায়। এই স্মৃতিমন্দিরের আনুমানিক ব্যয় ৩০০০ টাকা হইতে ২০০০ টাকায় সঙ্কোচ করিয়া যথাসত্বর একটি সৌধ নির্মাণের জন্য গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল এই স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে কার্যারম্ভ হয়। স্মৃতিসৌধ আংশিক ভাবে গড়িয়া উঠিলে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে এই অসম্পূর্ণ স্মৃতিমন্দিরে একজন মাত্র শিক্ষয়িত্রীর অধীনে তিনটি নিম্নশ্রেণীতে ছাত্রীদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর প্রতাপচন্দ্রের আলেখ্য উন্মোচন উপলক্ষে বলরাম সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কেশবচন্দ্র স্মৃতিমন্দির নির্মাণের জন্য ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রায় সাহেব বলরাম সেন নিজের জমি মৌরষ দিয়া সমিতির অধিকারভুক্ত করিয়া দেন। আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ না হওয়াতে কমিটি-র হাতে ১৮০০ টাকার মধ্যে ১৫০০ টাকা ব্যয়ে ভবিষ্যতে বাড়ানো যায় এমন ব্যবস্থা রাখিয়া এই স্মৃতিমন্দিরের অংশ-মাত্রের কাজ ঐ টাকার অনুপাতে আরম্ভ করা হয়। এই স্মৃতিসৌধের নির্মাণকার্য শেষ হইলে ইহার দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর তিন দিন ধরিয়া সমারোহের সহিত উৎসব হয়। ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা মাননীয়া সুচারু দেবীর সভানেত্রীত্বে দ্বারোদঘাটন সম্পন্ন হয়। এই উৎসবে শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, মৌলবী রেজাউল করিম, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন এম. এ., ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন, ঐতিহাসিক ও শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রভৃতি মহোদয়া ও মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিয়া সুললিত ভাষায় প্রার্থনা করিয়া ও বক্তৃতাদি দিয়া গ্রামবাসী ও নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদিগকে বিমোহিত করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ সমিতির পক্ষ হইতে সময়োচিত ভাষায় সকলকে সম্বর্ধনা করেন এবং স্থানীয় দুইজন যুবক সূচনাগীতি ও সমাপ্তিগীতি মধুর কণ্ঠে শোনান।

[৮]

প্রতাপচন্দ্রের আলেখ্য উন্মোচনে বলরাম সেনের ভাষণ

[১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকায় নবনির্মিত প্রতাপ স্মৃতিমন্দির প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়গৃহে ভাই প্রতাপচন্দ্রের আলেখ্য উন্মোচন উপলক্ষে সভাপতি রায় সাহেব বলরাম সেন মহাশয় এই ভাষণ দেন।]

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নামে তোমাদের এই যে পড়িবার ঘর হইয়াছে তিনি প্রায় ১০০শত বৎসর পূর্বে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তাঁহার মামার বাড়ী বাঁশবেড়েতে জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের দেশের নিয়ম এই যে, প্রসূতি তাঁহার প্রথম সন্তান প্রসব করিবার সময় তাঁহার বাপের বাড়ী যান। সন্তান যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন পিতৃপুরুষের জন্মভূমি অনুসারে মোটামুটী সন্তানেরও জন্মভূমি। অতএব স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মহাশয় এই গরিফা গ্রামবাসী, যদিও তিনি তাঁহার মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতামহ ৺তারাচাঁদ মজুমদার মহাশয় এই গ্রামের একজন ধনী ও মানী লোক ছিলেন। তিনি এই গ্রামবাসী প্রাতঃস্মরণীয় ৺রামকমল সেন মহাশয়ের একজন নিকট আত্মীয়াকে বিবাহ করেন। প্রতাপবাবুর বাড়ী এই তোমাদের বিদ্যালয়ের পূর্বদিকে ছিল। কালে তাহা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। বাকি যাহা আছে তাহার ভগ্নাবস্থা ঐ দেখা যাইতেছে। বাড়ীতে অনেক ঘরদোর ছিল। অন্দরমহলে তারাচাঁদবাবু সন্তানসন্ততি লইয়া বাস করিতেন এবং বাহির মহলে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ও ছেলেদের পড়িবার অন্যান্য কতকগুলি ঘর ছিল। তারাচাঁদ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্র মজুমদারের প্রথম পুত্র প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। গিরিশবাবু একজন ধার্মিক, পরোপকারী, সুন্দর ও বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তিনি কিছুকাল হুগলী কলেজে শিক্ষকের কাজ করিয়া কলিকাতার ব্যাঙ্ক-এ উচ্চ কেরানীর পদে কাজ করিতেন।

প্রতাপবাবু কিছু কাল এই গ্রামে থাকিয়া লেখাপড়া করেন। পরে নয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর কলিকাতার কলুটোলায় নিজের বাড়ীতে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

বিধবা মাতার ও মেজকাকার নিকটে থাকিয়া লেখাপড়া করেন। আঠার বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় ও বিবাহের একবৎসর পরে তাঁহার স্নেহময়ী জননী কলেরা রোগে মারা যান। ইহার পর হইতে তিনি আপনাকে নিতান্ত অসহায় ও নিরুপায় বোধ করিয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করেন। মহাধার্মিক স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার বাল্যসখা ছিলেন। কেশববাবুর বাড়ী প্রতাপ-বাবুর বাড়ীর পাশেই ছিল। তিনি অধিক সময় তাঁহারই সঙ্গে থাকিয়া লেখাপড়া ও খেলাধুলা করিতেন। এই সাধুসঙ্গ পাইয়া তিনি যে কত উপকৃত হইয়াছিলেন তাহা তিনি তাঁহার পুস্তকাদিতে লিখিয়া গিয়াছেন। জীবনের আপদবিপদ মানুষকে চিরকালই ধর্মশিক্ষা দেয়। ইহা দয়াময় বিধাতার বিধি।

সকলেরই রোগ, শোক, মৃত্যু, আপদ, বিপদ হইয়া থাকে। ঐ সময় নিতান্ত অধীর না হইয়া উহার মধ্যে বিধাতার মঙ্গলময় বিধি দেখিয়া সাধুলোকেরা তাঁহারই আশ্রয় লন।

জগতে যাঁহারা বড় লোক হইয়াছেন সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, অমুক সময় অমুক বিপদ যদি আমার না হইত তাহা হইলে আমি এরূপ অবস্থায় আসিতে পারিতাম না। তাই তোমাদের বলি, তোমাদের যখন কোন প্রকার দুর্দিন আসিবে তখন দয়াময়ের দয়ার উপরই নির্ভর করিবে। তাহা হইলে বিপদের মধ্যেই সম্পদ পাইবে। প্রতাপবাবু তাঁহার 'আশীষ' পুস্তকে এই বলিয়াছেন, 'ভগবদাশ্রিত জনের পক্ষে ইষ্ট অনিষ্ট সকল অবস্থাই কাল সহকারে ইষ্টেতে পরিণত হয়—আমি তার সাক্ষী।'

গরিফানিবাসীদিগের উপর প্রতাপচন্দ্রের খুব টান ছিল। ইঁহাদের মধ্যে যে কেহ যখনই তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন তাঁহাকে তিনি তখনই সাদরে জলযোগ করাইয়া নিকটে বসাইয়া গ্রামের সকলের সংবাদ লইতেন।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য তিনি বিশেষ যত্ন লইতেন। তাঁহাদের লেখাপড়া, স্বভাবচরিত্র, ধর্মের উন্নতি যাহাতে হয় তাহার জন্য তিনি নিজের কলিকাতার বাড়ীতে সভাসমিতি প্রতিবৎসরই করিতেন।

কেবল লেখাপড়া শিখাইলেই মেয়েদের শিক্ষা ঠিক হয় না। ইহার জন্য গৃহস্থালীর কাজকর্ম, পিতামাতা গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা, ভাইভগ্নীদিগের প্রতি স্নেহযত্ন, সকলের সহিত সুমিষ্ট কথা ও নম্র ব্যবহার, নিজ নিজ ধর্মের জন্য ব্রত পূজা ও সেবা ইত্যাদি কাজসকল নিয়মিতরূপে করিতে হইবে। চিকিৎসকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথামত বাড়ীতে রোগীদিগের সেবাশুশ্রূষা করিতে শিক্ষা করিবে। এ সম্বন্ধে তিনি অনেক পুস্তকাদি লিখিয়া গিয়াছেন। বড় হইয়া তোমরা তাহা পড়িবে।

তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী তোমরা, তোমাদের স্বভাবচরিত্র ও গুরুজনের প্রতি ব্যবহার এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে লোকে তোমাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া সুখ্যাতি করে ও সেই সঙ্গে যেন তাঁহার নামের গৌরব হয়। পরে তোমরাও যখন বড় হইবে তখন এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যত্নবান হইবে।

মেয়েরা সুন্দরী শিক্ষিতা না হইলেও ধর্মকর্মে নিষ্ঠাবতী হইলে সকলের প্রিয়পাত্রী হন। এ সম্বন্ধে প্রতাপবাবু তাঁহার সাধ্বী সহধর্মিণী শ্রীমতী সৌদামিনীর বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই :—"আজকালের প্রথা অনুসারে আমি মনোনীত করিয়া বিবাহ করি নাই। আত্মীয়দের নির্ধারণ অনুসারে বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু যদি নির্বাচন করিয়া বিবাহ করিতাম এমন যোগ্য পাত্রী নিশ্চয়ই পাইতাম না। আমার পত্নী সুন্দরী নহেন, বিদুষী নহেন, তাঁহার অনেক বিষম ত্রুটি আছে জানি, সেজন্য আমি অনেক সময় ক্ষুব্ধ হই। আমারও অনেক ত্রুটি আছে, কোন্ মানুষের বিশেষ বিশেষ দোষ নাই? কিন্তু তাঁহার নীতি, নিষ্ঠা, কার্যকুশলতা, ভগবানে ভক্তি, উদ্যমপূর্ণ গৃহকার্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিল। আমার এই ক্ষুদ্র পরিবারে তাঁহার স্থান ও কর্তৃত্ব চিরদিন অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিয়াছি। বিধাতার দ্বারা মনোনীত হইয়া তিনি আমার গৃহকর্ত্রী হইয়াছেন ইহা আমি বিশ্বাস করি। এই দৃঢ়চিত্তা নিষ্ঠাবতী সহধর্মিণীকে আমার আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক ইষ্ট পথে আমার চিরসঙ্গিনী করিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়াছি। সাংসারিক কাজকর্মে আমার যেরূপ অক্ষমতা এবং শেষ বয়সে শারীরিক অস্বাস্থ্য যেরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, নিশ্চয় বুঝিতেছি এমন কর্মনিষ্ঠাবতী বুদ্ধিমতী উদ্যম-শালিনী পত্নীর সহযোগিতা না পাইলে আমারপ্রাণরক্ষা হইত না, দুরবস্থার সীমা থাকিত না। স্বীয় প্রকৃতি হইতে বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিয়া ইনি দাম্পত্য ধর্ম পালন করিলেন। এই ব্রাহ্মসমাজমণ্ডলীর কোন প্রত্যক্ষ সেবা করুন, না করুন, সৌদামিনী আমার জীবন রক্ষা করিয়া মণ্ডলীর উপকার সাধন করিলেন এবং সেজন্য আমার প্রিয়বন্ধুদের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী হইলেন।"

মানুষ ধনী মানী সুশ্রী এবং বিদ্বান্ না হইলেও ধর্মভীরু, দয়ালু, কর্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী, সৎস্বভাব, সৎচরিত্র ও মিষ্টভাষী হইলে সকলেরই প্রিয় হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এস এখন আমরা মহাত্মাদিগের পবিত্র, চিরস্মরণীয় নাম স্মরণ করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি যেন তাঁহাদের জীবনের আদর্শ আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হয় ও তাঁহাদের চরিত্র আমাদের জীবনে ফুটিয়া উঠে।

শ্রীহরি আমাদের সহায় হউন।

[৯]

কোচবিহারের রাজমাতা সুনীতি দেবী ও ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা সুচারু দেবীর পত্রাবলী

[বলরাম সেনকে লিখিত]

(ক)

লণ্ডন

৬ই মার্চ, ১৯২৯

আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রণাম আপনারা সকলে গ্রহণ করিলে সুখী হইব। পুণ্যক্ষেত্র গরিফার সেবার জন্য যে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন ইহা আমার অতি আনন্দ ও সৌভাগের বিষয়। নিদ্রিত গরিফা জাগিয়া উঠিবে। এই পুণ্যস্মৃতি সমিতি, বীণার ঝংকার স্বরূপ সকল নর-নারীর জীবন-তন্ত্রী বাজাইতে থাকুক। যাঁহাদের হৃদয়ে এই শুভ ইচ্ছার আলোক উদিত, বিশ্বাস করি, ভক্তাধীন ভগবান তাঁহাদের হৃদয়কে বিশেষরূপে ধরিয়া আছেন। ভবিষ্যৎ আজ আশার বার্তা শুনিয়া সুখী। ব্রহ্মানন্দ দেব যে আমার পিতা, গুরু, নেতা ; আমি ধন্য হব, মুক্তি পাব, গরিফার সেবা করিয়া। বাঁচিয়া থাকি যদি আগামী শীতকালে দেশে ফিরিব এবং গিয়াই এই তীর্থদর্শনে বাহির হইব ইচ্ছা রহিল।

সুনীতি দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

(ঘ)

Dhrubendra Bhawan
Shillong
July 20th, '38

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা,

আপনার ২৯ তারিখের পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল ক্ষমা করিবেন। মধ্যে আবার দিনকয়েক শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি ধীরেনদের নিকট হইতে ওখানকার খবর কিছু কিছু পাই। তবে সকল বিস্তারিত জানিতে পারি নাই। আর মস্তিষ্কের একটু দুর্বলতার জন্য বেশী চিঠিপত্র লিখিতে পারি না। সময়ে সময়ে আপনাদের সংবাদ জানিতে ইচ্ছা হয়। আপনার প্রাণের সাধ ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি মন্দির যাহাতে শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা যাহাতে দেখিয়া যাইতে পাই ইহা তো একান্ত ইচ্ছা। বিধাতা আমাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আপনার এই পত্রে মন্দিরের কার্য যে এতটা অগ্রসর হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিলাম। শতবার্ষিকী যজ্ঞ যেন সুসম্পন্ন হয় ইহাই অন্তরের ভিক্ষা।

আমায় কি করিতে হইবে একটু জানাইবেন। ভগ্নজীর্ণ দেহতরী দিয়া বিধানজননী তাঁর কি কার্য করাইয়া লইবেন তিনিই জানেন—এবার কটক ও শিলং দুই জায়গায় শতবার্ষিকীর উৎসবকার্যে যোগ দিয়া ধন্য হইয়াছি। কাগজে বিবরণ পড়িয়া থাকিবেন।

উপস্থিত একটি কার্বাঙ্কল ফোড়ায় ভুগিতেছি। মাঝে ২ এইগুলো একটু বিশেষ কষ্ট দেয়। তবে ব্রহ্মানন্দের বড্ড ভাল মা। পাপী তাপী সকলকেই ক্রোড়ে স্থান দেন। সেই সৌভাগ্য আমাদের। আপনি এখন কেমন আছেন? আপনার পত্রের উত্তর পাইলে সেইরূপ করিব। আমার অবস্থা জানেন সব, যদি একটু কি রকম ভাবে আমি সেবায় আসিতে পারি জানান তাহলে বড় উপকার হয়। আংশিক ভাবে অর্থাৎ instalment-এ হইলে বড় সুবিধা হয়, কারণ অন্যান্য স্থানের উৎসবগুলিও আছে। এটি শুধু আপনার advice বা উপদেশ চাইছি। বড় ভাই হিসাবে বলিবেন।

আজ আসি, এখনও শরীর দুর্বল, ভাল করিয়া লিখিতে পারিলাম না। বাড়ীর সকলকে ভালবাসা শুভ ইচ্ছা দিবেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি প্রণাম জানিবেন। দিদিরা চলিয়া গেলেন, এখন আমিই বড়, শীঘ্র শীঘ্র কার্য সারিয়া লইতে পারিলে হয়। উত্তরের আশায় আছি। ভাল করিয়া পরে আবার লিখিতে চেষ্টা করিব—একটু ভাল বোধ করিলেই।

আপনাদের স্নেহের ভগ্নী
স্নচারু দেবী

(গ)

Rajabagh
March 4th, '39

শ্রদ্ধেয় বলরাম দাদা—

অনেকদিন পরে আপনার কাছে উপস্থিত হলাম। এবার শতবার্ষিকী জন্মোৎসব-যজ্ঞ স্বর্গের আনন্দধারা ভূতলে আনিল। ভেবেছিলাম আপনাদের সঙ্গে মিলিতে পারিব। যা হোক ভগ্নদেহ লইয়া যে সামান্য সেবায়ও লেগেছি তাহাতেই ধন্য হয়েছি।

কিন্তু শান্তিবচনের দিন হইতেই শয্যাশায়ী—মৃত্যুমুখ হ'তে আবার ফিরিয়া আসিলাম। সবে মাত্র একটু বসিতে পারি, এখনও অত্যন্ত দুর্বল—গরিফার স্মৃতি-মন্দির সম্বন্ধে ভুলি নাই, এখানকার উৎসবগুলি শেষ হইলে ওখানে যাবার ইচ্ছা ছিল। আমার ক্ষমতা অতি অল্প কিন্তু বিধাতা সকল শুভ সঙ্কল্প পূর্ণ করিলেন।

কাজগুলি হইয়া যাইবে বিশ্বাস করি তবে মধ্যে বাধাবিঘ্ন আসে। আমি একটু উঠিলেই এসম্বন্ধে বন্দোবস্ত করে দিব এই আগ্রহ প্রার্থনা আছে।

আশীর্বাদ করিবেন সত্যেন্দ্র ভাইয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব। এবার গরিফার উৎসবদিনে আমরা যাইতে পারি নাই, জানিতে পারি নাই। ভাঙ্গা দেহ যদি আবার ওঠে দেখা হবে। নইলে অন্তরাজ্যে ভাবের ভাষা, সেই বেতার তারে স্বর্গধামের সমাচার। সেখানে সকলে মিলেছি। আজ আসি ভাই।

ভাল করে লিখিতে পারিলাম না কিছু মনে করিবেন না। প্রণাম—

স্নেহের ভগ্নী
স্নচারু দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ঘ)

Dhrubendra Bhawan
Shillong
Sept. 2nd, '39

শ্রদ্ধেয় দাদা,

আমি নানা ভাবনা চিন্তার ভিতরে ছিলাম—চিঠিপত্র দিতে পারি নাই—নিজে ভাল হইয়া উঠিতে না উঠিতে ধ্রুবেন্দ্রের Appendicitis ডাক্তার বলাতে বড়ই ভাবনা হইয়াছিল—সে অনেকদিন ভুগিল—তাকে change-এর জন্য শিলং লইয়া আসিলাম। একটু গরম হইলে ডাক্তারে operation করিবার কথা বলিতেছেন।

সেজন্য আমার plan এখনও কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না। ওখানকার স্মৃতিমন্দির এতটা অগ্রসর হইয়াছে আপনাদেরই যত্ন চেষ্টায়।

আমার দু একটি বড় রকম খরচের ভার কলিকাতার Centenary উৎসবে পড়াতে গরিফার মন্দিরের জন্য কিছুই এখন পর্যন্ত পাঠাতে পারি নাই। আমার যেটুকু সাধ্য তার উপর আর কিছু করিবার মত ক্ষমতা নাই। আশা করি ছোট বোনের এ অক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া তাকে ক্ষমা করিবেন। একটু পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিলেই, যতটুকু সম্ভব পাঠাইব।

আমাদের এখান হইতে নামিতে অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বরের প্রথম হবে। ডিসেম্বরের মধ্যে ওখানকার মন্দির উদঘাটন করিলে কি বড় দেরী হবে?

আপনাদের সুবিধামত দিন স্থির করুন। আমরা ওখানে থাকিলে গিয়া যোগ দিব—মণিকা, সরল কলিকাতায় আছেন। সুজাতা ও আমি শিলং-এ—হ্যাঁ, এখানে একরকম সকলে ভালই আছি।

তবে আমার এবার একটা বেশী দুর্বলতা আছে; চিঠিপত্র বা লেখাপড়া করিতে বেশী পারি না। সেজন্য ঠিক সময়ে যদি না চিঠির উত্তর দিতে পারি কিছু মনে করিবেন না। আজ আসি।

আশা করি ভাল আছেন—প্রণাম করি।

স্নেহের ভগ্নী
সুচারু দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[রাজমাতা সুনীতি দেবী কর্ত্তৃক অমৃতলাল সেনকে লিখিত]

(ক)

লণ্ডন

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০

গরিফায় শীঘ্র যাইতে পারিব আশা করিতেছিলাম, ভাগ্যে থাকে তো শীতকালে যাব, আপনি লইয়া যাইবেন। টাকা বোধ হয় এপ্রিল মাসে পাঠাইব।

(খ)

লণ্ডন

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

পিতৃদেবের চরণ সেবার জন্য গরিফায় এই ১০০০ টাকাটি পাঠাইবেন। বলরাম বাবুকে আমার প্রণাম দিয়া বলিবেন গিয়াই তাঁহাকে জানাইব। আমাকে গরিফায় লইয়া যাইতে হইবে। বড়দাদা, আপনি সঙ্গে যাইবেন তো ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংযোজন

বলরাম সেনের বিয়োগে সমবেদনাপূর্ণ চিঠি

(আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব বলরাম সেন মহাশয় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী স্বর্গারোহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে সমবেদনাপূর্ণ প্রাপ্ত লিপিসমূহের মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। ম. স.)

(ক)

Lalbagh Palace
Nandgaon State
Rajnandgaon, C. P.
March 19th, 1941

স্নেহাস্পদেষু,

তোমাদের শোকের সময় দূর হইতেই অন্তরের সহানুভূতি জানাইতেছি। তোমাদের পিতা ভক্ত ব্রহ্মানন্দের ভক্ত সন্তান, তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের যে ধর্ম-বন্ধন ছিল তাহা ছিন্ন হইবার নহে—এ সম্বন্ধ কালের অতীত, মৃত্যুর আঘাতও কিছু করিতে পারে না। তাঁর সেই সাদর সম্ভাষণ, সহৃদয়তা, স্নেহবাক্য ভুলিতে পারিব না। তাঁরই প্রাণের ঐকান্তিকতা ব্রহ্মানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, তাহারই নিদর্শন যে প্রতিষ্ঠান তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অমর করিয়া রাখিবে তাঁরই নাম। তাঁরই সন্তান তোমরা সেই পিতৃদত্ত অমরত্বের আশীর্বাদ তোমাদের অক্ষয় সম্পদ। আমার অন্তরের সহানুভূতিপূর্ণ ভালবাসা নমস্কার তোমার মাকে দিও। তোমরা আমার স্নেহাশীর্বাদ লইও। আমার পরিবারেও যে দুর্ঘটনা হইয়া গেল জান বোধ হয়। স্নেহের জামাতা অল্পদিনের অসুখেই অমরধামে চলিয়া গেলেন। তাঁর সতের বৎসরের পুত্রের অভিষেকে এখানে আসিয়াছি। সেই লীলাময় দেবতারই ইচ্ছা, হাসান্ হাসি, কাঁদান্ কাঁদি।

আঃ শুভাকাঙ্ক্ষিণী
সুচারু পিসিমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

(খ)

90 Park Street,
Calcutta
১২ই মার্চ, ১৯৪১

পরমকল্যাণবরেষু,

তোমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেবের পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। কিছুদিন পূর্বে তোমাদের গৃহে গমন করিয়া তাঁহার স্নেহ যত্ন ও আতিথ্য লাভ করিয়া পরম সুখী হইয়াছিলাম। তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমাদের পরমপূজনীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থ যে সুন্দর গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন ইহা তাঁহার প্রতি ভক্তের ভক্তির নিদর্শন, আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ রহিলাম।

আজ পরম পিতা তাঁহাকে সাদরে স্বর্গধামে তুলিয়া লইলেন, যেখানে তাঁহাকে পুণ্য প্রেমের আশীর্বাদে পুরস্কৃত করিবেন। তোমার মাতৃদেবীর কথা মনে করিয়া অস্থির হইতেছি। সন্তানের শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন, আবার এই নিদারুণ শোকের আঘাত কিরূপে যে সহ্য করিবেন! যিনি দুর্বলের বল তিনিই তাঁহার হৃদয়ে শক্তি শান্তি বিধান করুন এই প্রার্থনা।

তোমরা সকলে আমাদের গভীর সহানুভূতি গ্রহণ করিও।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
মণিকা মহলানবিশ

(গ)

আনন্দমঠ
পুরুলিয়া
৫-৩-৪১

কল্যাণবরেষু,

মনু, তোমার চিঠি পেয়ে আমার অত্যন্ত কষ্ট হল—বাদল আর আমি দুভাইয়ের মত ছিলাম—একসঙ্গে পড়েছি—খেলেছি।

আমাদের এখন বয়স হয়েছে—আমার সবচেয়ে কষ্ট তোমার মায়ের জন্য—তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন—এ কষ্ট সকল কষ্ট অপেক্ষা অধিক লাগবে।

তোমরা দুভাইয়ে বেঁচে থাক।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ঘ)

Santiniketan
11. 3. 41

বিনীত নিবেদনমিদং,

আপনার পিতৃদেবের প্রয়াণ সংবাদ কাগজে দেখিয়াছিলাম। প্রত্যক্ষে দেখিয়াও বুঝিয়াছি যে তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ভগবান তাঁহাকে শ্রীচরণে পরম আশ্রয় ও শান্তি দেবেনই, তবু ভগবানের কাছে ইহা ছাড়া আর কি এখন প্রার্থনা করিতে পারি ? শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যাওয়া তো সম্ভব হইবে না, তবু কাল তাঁর জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করিব। আপনাদের পত্র এইমাত্র পাইয়া লিখিতেছি। তিনি যথাকালে তাঁর সাধনোচিত লোকে গেলেন, এখন তাঁর তপস্যাকে আপনারা যেন জীবন্ত ও জাগ্রত রাখিতে পারেন ইহাই প্রার্থনা করুন। প্রকৃত শ্রাদ্ধ তাহাই। ভগবান তাহাতে সহায় হউন। ইতি—

সমসম্ভপ্ত
ক্ষিতিমোহন সেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলরাম সেনের বিয়োগে স্মৃতি-পূজা

Bijoy-sree

Chinsurah, 9. 3. 41

শান্তি শুচিতায় ভরা জীবন তোমার
চিরদিন আপনারে রাখিয়া আড়ালে,
জনহিত চিন্তা করি জীবনের সার
জীবনের অস্তাচলে চরণ বাড়ালে।
অতীতের মহাদর্শ জীবনে তোমার
ফুটেছিল পরিপূর্ণ শতদল সম,
সেই শতদল ছিল পূজা উপচার
ভগবৎ পদতলে চির অনুপম।
ভোগ মাঝে তব চিত্ত ত্যাগে ছিল স্থির,
সহজ মাধুরী ভরা আনন্দ মন্দির।

স্নেহধন্য
সুবোধ রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গরিফা গ্রামের অপর দুইজন সন্তান প্রসঙ্গে

মোহিতচন্দ্র সেন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

"এই হাজার টাকার মতো দুর্লভ, দুর্মূল্য ইহার পূর্বে এবং পরে আমার হাতে আর পড়ে নাই। টাকায় যাহা পাওয়া যায় না এই হাজার টাকায় তাহা পাইলাম। আমার সমস্ত বিদ্যালয় একটা নূতন শক্তির আনন্দে সজীব হইয়া উঠিল।.........আমাদের মাথার উপর হইতে বিঘ্ন বাধার ভার লঘু হইয়া গেল। ....আমার দুর্বলতা আমার আশঙ্কা সমস্ত চলিয়া গেল। বঙ্গদর্শন—১৩১৩

আদি নাট্যকার নন্দকুমার রায়

"আদি নাট্যকারদিগের অন্যতম স্বর্গত নন্দকুমার রায় (৺প্রসন্নকুমার রায়ের পিতা এবং অভিনেতা ও চিত্রপরিচালক শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের পিতামহ) গরিফা গ্রামের সন্তান। তাঁহার নাট্যকার হিসাবে বিশেষ খ্যাতি ছিল। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক রচনা করিয়া তিনি প্রভুত প্রশংসা অর্জন করেন। ১২৮৯ অব্দে দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন :—

'১২৮৯ অব্দে যখন আমি এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করি, তখন বঙ্গভাষায় পাঠোপযুক্ত কোন নাটক ছিল না, সুতরাং ইহা সকলে আগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভাষা নাটক-রচয়িতাদিগের পক্ষেও আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল এবং ইহাই অভিনয়োপযোগী বলিয়া সর্বপ্রথমে কলিকাতানিবাসী ৺আশুতোষবাবুর (ছাতুবাবুর) বাটীতে তৎপরে জনাইনিবাসী জমিদার মুখোপাধ্যায় দিগের ভবনে অভিনীত হয়।

ইদানীং পরম সম্মানভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্ণর জেনারেল লিটন সাহেব বাহাদুর ও তৎপারিষদবৃন্দ বেঙ্গল থিয়েটরের কর্তৃপক্ষকে ইহার অভিনয় প্রকাশ করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে উক্ত নাট্যালয়ে ইহার অভিনয় হয়; অভিনয়-কালে তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া হর্ষলাভ করিয়াছিলেন। সে দিন বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল।"

(স্বর্গত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' হইতে গৃহীত)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi